ওযীফায়ে লতিফিয়া-১

[দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দু'আ]

Scanned with CamScanner

ওযীফায়ে লতিফিয়া-১

[দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দু'আ]

আহমদ হাসান চৌধুরী

প্রকাশনায়

লতিফিয়া ফাউন্ডেশন

বাড়ি নং ৩৮, রোড-১, ব্লাক-ই, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ

মুহররম ১৪৩৪ হিজরী

পঞ্চম সংস্করণ

রামাদান ১৪৩৭ হিজরী

ষষ্ঠ সংস্করণ

রামাদান ১৪৩৯ হিজরী

সপ্তম সংস্করণ

জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী

মুদ্রণ :

সানজানা প্রিন্টার্স

৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

নির্ধারিত হাদিয়া ঃ ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

ভূমিকা

ফযীলতপূর্ণ কয়েকটি আয়াত

আয়াতুল কুরসী ১০
সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত ১২
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত ১৫
সূরা তাওবার শেষ দু'আয়াত ১৭

কয়েকটি দুরূদ শরীফ

দুরূদে তাজ ২০
দুরূদে তুনাজ্জীনা ২১
দুরূদে বী'র ২৪
দুরূদে শিফা ২৪
দুরূদে নারিয়া ২৫
দুরূদে শাফিঈ ২৬
দুরূদে তিব্বিয়্যাহ ২৯

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দু'আ

সকাল-সন্ধ্যা পাঠের দু'আ ৩৩-৩৮
ঘুমানোর সময় পড়ার দু'আ ৩৯
ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পড়ার দু'আ ৪১

Scanned with CamScanner

রাতে ঘুম ভেঙে গেলে পড়ার দু'আ	৪২
ঘুমে ভয় পেলে পড়ার দু'আ	৪৩
ভাল স্বপ্ন দেখার জন্য দু'আ	৪৩
শৌচাগারে প্রবেশের পূর্বের দু'আ	৪৩
শৌচাগার থেকে বের হয়ে পড়ার দু'আ	৪৪
ওযূ শেষে পড়ার দু'আ	৪৪
মসজিদে যাওয়ার সময় পড়ার দু'আ	৪৫
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ	৪৭
মসজিদে অবস্থান কালে পড়ার দু'আ	৪৮
ঘরে প্রবেশ করার দু'আ	৪৯
কাউকে বিদায় দেয়ার সময় পড়ার দু'আ	৪৯
গৃহবাসীর জন্য ভ্রমণকারী ব্যক্তি পড়বেন	৪৯
ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ	৫০
সওয়ারীতে আরোহণ করার সময় পড়ার দু'আ	৫০
নদী পথে সফরের সময় পড়ার দু'আ	৫১
বাজারে যেতে পড়ার দু'আ	৫১
খাবার শুরুতে পড়ার দু'আ	৫২
খাবার শেষে পড়ার দু'আ	৫২
কেউ দাওয়াত খাওয়ালে পড়ার দু'আ	৫৩
পানি পান করার পরের দু'আ	৫৩
দুধ পান করার সময় পড়ার দু'আ	৫৪
যমযমের পানি পান করার দু'আ	৫৪
কোন মজলিস থেকে উঠার সময় পড়ার দু'আ	৫৪

Scanned with CamScanner

মওসূমের প্রথম ফল দেখে পাঠ করার দু'আ	৫৫
নতুন কাপড় পরিধানের দু'আ	৫৫
হাঁচির পর পড়ার দু'আ	৫৬
মুসাফাহা করার দু'আ	৫৬
আয়না দেখার সময় পাঠ করার দু'আ	৫৭
প্রথম রাত্রে স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে পড়ার দু'আ	৫৭
সহবাসের পূর্বে পড়ার দু'আ	৫৭
ক্রোধের সময় পাঠ করার দু'আ	৫৮
ক্রোধ দমনে পাঠ করার দু'আ	৫৮
শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় পড়ার দু'আ	৫৯
দুশ্চিন্তার সময় পড়ার দু'আ	৫৯
অস্থিরতা ও বিপদের সময় পড়ার দু'আ	৬০
যে কোন ক্ষতি দেখলে পড়ার দু'আ	৬০
বিপদগ্রস্থকে দেখে পড়ার দু'আ	৬১
কঠিন কোন বিষয়ের মুখোমুখি হলে পড়ার দু'আ	৬১
বিপদাপদের সময় পাঠের দু'আ	৬২
শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির সাক্ষাতকালে পাঠের দু'আ	৬২
কোন গোষ্ঠিকে ভয় পেলে পড়ার দু'আ	৬৩
ছাকরাতের অবস্থায় পড়ার দু'আ	৬৩
ঋণগ্রস্থ হলে পাঠ করার দু'আ	৬৩
ঋণদাতার জন্য দু'আ	৬৪
জীবিকার সমস্যায় পাঠের দু'আ	৬৫

Scanned with CamScanner

দারিদ্র থেকে বাঁচার দু'আ	৬৫
রিয্কের বরকতের জন্য দু'আ	৬৬
শয়তান বিতাড়নের জন্য দু'আ	৬৬
বার বার ওয়াসওয়াসা হলে পড়ার দু'আ	৬৭
রোগী দেখার সময় পাঠ করার দু'আ	৬৭
শোকার্ত অবস্থায় পাঠ করার দু'আ	৬৭
আপনজনের মৃত্যুতে পাঠ করার দু'আ	৬৮
কবরে লাশ রাখার সময় পড়ার দু'আ	৬৮
মনোবাসনা পূরনের দু'আ	৬৯
যে কোন উপকারকারীর জন্য দু'আ	৬৯
মেঘের গর্জন শুনলে পড়ার দু'আ	৬৯
জোরে বাতাস প্রবাহিত হলে পাঠ করার দু'আ	৭০
বিদ্যুৎ চমকালে পড়ার দু'আ	৭০
বৃষ্টির সময় পড়ার দু'আ	৭১
নতুন চাঁদ দেখলে পড়ার দু'আ	৭১
পছন্দনীয় জিনিস দেখলে পড়ার দু'আ	৭২
অপছন্দনীয় জিনিস দেখলে পড়ার দু'আ	৭২
নবদম্পত্তির উদ্দেশ্যে দু'আ	৭২
ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির বিপদাপদ থেকে বাঁচার দু'আ	৭৩
সন্তান লাভকারীর প্রতি অভিনন্দন	৭৩
শিশুদের সুরক্ষার জন্য দু'আ	৭৩
রজব-শাবান মাসে পড়ার দু'আ	৭৪

Scanned with CamScanner

শবে বরাতে বিশেষ দু'আ	৭৪
শবে কদরের দু'আ	৭৫
স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে পড়ার দু'আ	৭৫
কোন অঙ্গে ব্যাথা হলে পড়ার দু'আ	৭৬
কুরবানী ও আকীকার পশু জবাইয়ের দু'আ	৭৬
কবর যিয়ারতের দু'আ	৭৭
হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত দু'আ	৭৭
দু'আয়ে তাওয়াজ্জুহ	৭৮
সালাতুত তাসবীহ'র নিয়ম	৮০
শাহ আব্দুল আযীয (র.) থেকে বর্ণিত কিছু দু'আ ও আমল	৮১-৮৬
আয়াতে শিফা	৮৬
ইস্তিখারার দু'আ	৮৯
সালাতুল হাজতের দু'আ	৯০
রিয়া হতে বেঁচে থাকার দু'আ	৯৩
কুরআন তিলওয়াত শেষে পাঠের দু'আ	৯৪
সিজদায়ে তিলাওয়াতের দু'আ	৯৫
হৃদরোগে পড়ার দু'আ	৯৬
আল-আসমাউল হুসনা	৯৭
আসমাউন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	১০৫
তেত্রিশ আয়াত	১৫১
আল কুরআনুল কারীমের দু'আ	১৬১
খতমে খাজেগান	১৭১
গ্রন্থপঞ্জি	১৭৫

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদুলিল্লাহ। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দু'আর সংকলন 'ওযীফায়ে লতিফিয়া-১' প্রকাশিত হল। দীর্ঘ দিন থেকে মনের মধ্যে একটি মাসনূন দু'আর সংকলন প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ছিল। অনেক পূর্ব থেকে এর কাজও শুরু হয়। আমার চেষ্টা ছিল, হাদীসের মূল কিতাবসমূহ থেকে দু'আ সংকলনের। ফলে ক্ষুদ্র আকৃতির হলেও যথেষ্ট সময় লেগে যায়। তা ছাড়া একখানা পূর্ণাঙ্গ ওযীফার সূচি তৈরি করে তা সংকলনের সময় অনুমিত হল যে, এক মলাটের আওতায় তা ছাপতে গেলে হয় তো এর পরিধি অনেক বড় হয়ে যাবে। তদুপরি নিজের আমলের দীনতাও এ নেক কাজ এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অবশেষে মূল সূচি থেকে বাছাই করে কেবল দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কিছু দু'আ নিয়ে একখানা সংকলন প্রকাশ করা হলো। মুরশিদে বরহক হযরত আল্লামা মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর মুবারক নামের সাথে মিলিয়ে এর নাম দেয়া হয়েছে 'ওযীফায়ে লতিফিয়া-১'। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আরো কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে। আল্লাহ্ই উত্তম তাওফীকদাতা।

মুরশিদে বরহক হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী-এর নেক দু'আ ও পরামর্শ আমাকে এ কাজ

Scanned with CamScanner

এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করেছে।

ওযীফা সংকলনের ক্ষেত্রে অনেকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। মাওলানা নজমুল হুদা খান ওযীফাখানা নির্ভুল ও সুন্দর করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তা ছাড়া মাওলানা মাহবুবুল্লাহ, মাওলানা আল-আমীন ও মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ সবাইকে উত্তম জাযা নসীব করুন। আমীন।

সপ্তম সংস্করণ প্রসঙ্গে

আলহামদুলিল্লাহ। ওযীফার পরিবর্ধিত সপ্তম সংস্করণ বের হলো। প্রথম সংস্করণ বের হওয়ার পর সুধীজনের পরামর্শে দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু বিষয় সংযোজিত হয়েছিল। হযরত বড় ছাহেব কিবলাহও মূল্যবান নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। তৃতীয় সংস্করণেও আরো কিছু বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ ধারাবাহিক প্রকাশ করা হয়। সপ্তম সংস্করণে নতুন কিছু দু'আ ও আসমাউন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংযোজন করা হয়েছে। পূর্বের সংস্করণে থেকে যাওয়া ভুলগুলোও সংশোধনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আমাদের সকল কাজ আল্লাহর তরে নিবেদিত।

মা'আস্‌সালাম

আহমদ হাসান চৌধুরী

Scanned with CamScanner

ফদ্বীলতপূর্ণ কয়েকটি আয়াত

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴿0﴾ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿0﴾ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ﴿0﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ﴿0﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴿0﴾ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ﴿0﴾ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿0﴾

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্ব সত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর

Scanned with CamScanner

জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

আয়াতুল কুরসীর ফদ্বীলত

আয়াতুল কুরসীর ফদ্বীলত সম্পর্কে বহু হাদীস পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকখানা হাদীস পেশ করা হল।

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি শীর্ষ স্থান থাকে। পবিত্র কুর'আনের শীর্ষস্থান হলো সূরা বাকারা। আর এ সূরায় এমন এক আয়াত বিদ্যমান যা পবিত্র কুর'আনের সকল আয়াতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। এটি হল আয়াতুল কুরসী। *(তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৩৮)*

২. যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাঁর জন্য একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করার পথে অন্য কোন বাধা থাকবে না।

(মিশকাত, হাদীস নং ৯৭৪)

৩. আয়াতুল কুরসী ঐ ব্যক্তিই নিয়মিত পাঠ করে থাকে

Scanned with CamScanner

যে ব্যক্তি সৎ, কল্যাণকামী ও ইবাদতকারী। (বায়হাকী)

৪. যে ব্যক্তি শয়নকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, আল্লাহপাক তাকে, তার প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর প্রতিবেশী এবং তাদের আশপাশের বসবাসকারী সকলকে সহীহ সালামত ও নিরাপদে রাখেন।

(বায়হাকী)

সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ﴿0﴾ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ﴿0﴾ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ﴿0﴾ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿0﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿0﴾ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ ﴿0﴾ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿0﴾ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ

Scanned with CamScanner

قَبْلِنَا ﴿0﴾ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ﴿0﴾
وَاعْفُ عَنَّا ﴿0﴾ وَاغْفِرْ لَنَا ﴿0﴾ وَارْحَمْنَا ﴿0﴾
أَنتَ مَوْلٰنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ﴿0﴾

অর্থ : রাসূল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। তারা সকলে আল্লাহে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান এনেছেন। তারা বলেন 'আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না', আর তারা বলেন, আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা চাই, আর প্রত্যাবর্তন আপনারই নিকট।

আল্লাহ কারো উপর কষ্টদায়ক এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা কিছু উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই। 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক!

Scanned with CamScanner

আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।'

সূরা বাকারার শেষ দু' আয়াতের ফদ্বীলত

১. হযরত আবূ মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিতঃ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রাতে ('ইশার নামাযের পর) সূরা বাকারার শেষ দু' আয়াত পাঠ করে তা তার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে যায়।

(তিরমিযী-২৮৪১, বুখারী, হাদীস নং ৪০০৮)

২. হযরত নু'মান ইবন বশীর (রা.) হতে বর্ণিতঃ হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক আসমান যমীন সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বে কলমকে লওহে মাহফূযে লেখার জন্য নির্দেশ দেন।

Scanned with CamScanner

সেখানে কলম মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্ট জীবের অদৃষ্ট সাব্যস্ত করে। সেখান থেকে আল্লাহ এমন দুই আয়াত নাযিল করেছেন যা দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করা হয়েছে। এ দুই আয়াত যে ঘরে তিন বার পাঠ করা হয়, শয়তান সেই ঘরের নিকটবর্তী হতে পারে না।

(তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৮২)

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধ্যায় প্রথমে নিম্নোক্ত কলিমা ৩ বার পড়বেনঃ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

তারপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বেনঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴿0﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ﴿0﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَا اِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴿0﴾ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ

Scanned with CamScanner

الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿0﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ﴿0﴾ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴿0﴾ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যা শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফদ্বীলত

হযরত মা'কাল ইবন ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন

Scanned with CamScanner

- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে তিন বার নিম্নোক্ত কলিমা পাঠ করবে -

أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অতঃপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন যাঁরা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর যদি সে ব্যক্তি ঐ দিন মৃত্যুবরণ করে তা হলে সে শহীদী মৃত্যু লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় আয়াতসমূহ পাঠ করবে সে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত পূর্বোক্ত মর্যাদার অধিকারী হবে।

(তিরমিযী, হাদীস নং ২৯২২, মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাদীস নং ২০৩০৬, দারিমী, মিশকাত)

সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ

Scanned with CamScanner

رَحِيمٌ ﴿0﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

অর্থ : অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।
অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলুন আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁর উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াতের ফদ্বীলত

আবদুল গনী ইবনে সাঈদ বলেন, আমি ইসমাঈল ইবনে আহমদ ইবনে ইসমাঈল হাসিবের নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে উমর, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর ইবনে মুজাহিদের নিকট অবস্থান করছিলাম, তখন শিবলী আগমন করলেন। অত:পর আবূ বকর ইবনে মুজাহিদ তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন, তাঁর সাথে মুআনাকা করলেন এবং তাঁর উভয় চোখের মধ্যখানে চুম্বন করলেন। আমি

Scanned with CamScanner

তাঁকে বললাম, হে সায়্যিদ! আপনি শিবলীর সাথে এমন আচরণ করলেন? অথচ বাগদাদের সবাই তাঁকে পাগল মনে করে। তিনি আমাকে বললেন, আমি তাঁর সাথে এমনটিই করেছি যেমনটি আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করতে দেখেছি। আমি স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত লাভ করেছি এবং দেখেছি যে শিবলী তাঁর নিকট আগমন করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর উভয় চোখের মাঝখানে চুম্বন করলেন। তিনি আমাকে বললেন, সে নামাযের পর لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُم শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে এবং এরপর আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে (আর এ কারণেই তার সাথে এমন আচরণ করেছি)।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, সে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ শেষ পর্যন্ত পাঠ করে এবং তিন বার صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ পাঠ করে।

আবু বকর ইবনে মুজাহিদ বলেন, এরপর শিবলী আমার নিকট আগমন করলে নামাযের পরে পঠিত দু'আ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আমাকে অনুরূপই বললেন।

(জালাউল আফহাম, আল-কাওলুল বাদী)

Scanned with CamScanner

কিছু দুরূদ শরীফ

দুরূদে তাজ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ، دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْأَلَمِ، إِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَرْفُوْعٌ مَشْفُوْعٌ مَنْقُوْشٌ فِيْ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، سَيِّدِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ، جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ، شَمْسِ الضُّحٰى، بَدْرِ الدُّجٰى ،صَدْرِ العَلٰى، نُوْرِ الْهُدٰى، كَهْفِ الْوَرٰى، مِصْبَاحِ الظُّلَمِ، جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْأُمَمِ، صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ، وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ، وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ، وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ، وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ، وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ، وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ، وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ، وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ، سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، خَاتَمِ

Scanned with CamScanner

النَّبِـيِّيْنَ، شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ، اَنِيْسِ الْغَرِيْبِـيْنَ، رَحْمَةِ لِّلْعَالَمِيْـنَ، رَاحَةِ الْعَاشِقِيْـنَ، مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ، شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ، سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ، مُحِبِّ الْفُقَرآءِ وَالْـمَسَاكِيْنَ، سَيِّدِ الثَّقَلَـيْنِ، نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ، إِمَامِ الْقِبْلَـتَيْنِ، وَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ، صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ، مَحْـبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ، جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَـيْنِ، مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ، أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نُوْرٍ مِّنْ نُوْرِ اللهِ، يَاأَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ لِرُؤْيَا جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً.

দুরূদে তুনাজ্জিনা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ،

Scanned with CamScanner

وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ، مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সায়্যিদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এমন সালাত প্রেরণ করুন যার দ্বারা আমরা সকল বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি লাভ করি, আমাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়, এর দ্বারা গুনাহ হতে আমরা পবিত্র হয়ে যাই, এর দ্বারা আপনার নিকট আমরা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হই এবং এর দ্বারা ইহ-পরকালে সকল কল্যাণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আমরা পৌঁছে যাই। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

ফদ্বীলত

হাফিযুল হাদীস আল্লামা শামসুদ্দীন সাখাবী (র.) (৮৩১-৯০২হি.) তাঁর 'আল কাউলুল বাদী' কিতাবে উল্লেখ করেন যে, দুরূদ পাঠের দ্বারা পানিতে ডুবে মারা যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আল্লামা ফাকিহানী তাঁর 'ফাজরুম মুনীর' কিতাবে বর্ণনা করেন, হযরত শায়খ সালেহ মূসা যরীর আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি একদা লোনা সাগরে জাহাজে

Scanned with CamScanner

আরোহণ করেন। তিনি বলেন, সে সময়ে সাগরে আক-লাবিয়া নামক ঝড় শুরু হলো। এমতাবস্থায় মনে হলো খুব কম সংখ্যক লোকেরই ডুবে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকার আশা রয়েছে। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সান্নিধ্য লাভ হলো। তিনি আমাকে বললেন, জাহাজের যাত্রীদেরকে বলো তারা যেন উল্লেখিত দুরূদ খানা এক হাজার বার পাঠ করে।

অত:পর আমি জাগ্রত হয়ে জাহাজের আরোহীদের আমার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলাম। আর আমরা তিন শত বার এ দুরূদ পড়ার সময়েই দুরূদ শরীফের ওসীলায় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্ত করে দিলেন এবং ঝড়কে শান্ত করে দিলেন। ঘটনাটি ভাষাবিদ আল-মাজিদ স্বীয় সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর শেষে তিনি হাসান বিন আলী আসওয়ানী থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এ দুরূদখানা প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, স্বাভাবিক অবস্থায় ও বিপদাপদের সময়ে পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে তা থেকে মুক্তি দান করবেন এবং তার আশা পূর্ণ করবেন।

(আল কাউলুল বাদী)

Scanned with CamScanner

ফাদ্বাইলে দুরূদ কিতাবে আছে وبعد الممات এরপর إنك علي كل شيئ قدير পড়া বুযুর্গানে দীনের আমল এবং তা পড়া উত্তম।

দুরূদে বী'র

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً دَائِمَةً مَّقْبُوْلَةً تُؤَدِّيْ بِهَا عَنَّا حَقَّهُ الْعَظِيْمِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের সায়্যিদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের উপর সর্বদা এমন সালাত পেশ করুন যা মকবূল এবং এর দ্বারা আমাদের উপর তাঁর যে মহান হক রয়েছে তা আদায় হয়।

দুরূদে শিফা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٍ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সায়্যিদ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সকল রোগ ও রোগমুক্তির উপকরণ এর সংখ্যানুপাতে সালাত পেশ করুন।

দুরূদে নারিয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ، وَتَنْفرِجُ بِهِ الْكُرَبُ، وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ، وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি পরিপূর্ণ রহমত বর্ষণ করুন এবং পরিপূর্ণ সালাম প্রেরণ করুন আমাদের সরদার, আমাদের অভিভাবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যাঁর ওসীলায় জড়তা বিদূরিত হয়ে যায়, বিপদ ঘুচে যায়, প্রয়োজনসমূহ পূরণ হয়ে যায়, কাঙ্ক্ষিত বিষয়সমূহ অর্জিত হয়, শুভ পরিণাম প্রাপ্তি ঘটে এবং যাঁর

Scanned with CamScanner

মুবারক চেহারার ওসীলায় মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। (পরিপূর্ণ রহমত এবং সালাম বর্ষিত হোক) তাঁর পরিবার-পরিজনের উপরে এবং সাহাবায়ে কেরামদের উপরে। প্রতি মুহূর্তে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে এত সংখ্যক যাঁর পরিমাণ সম্পর্কে আপনিই পরিজ্ঞাত।

দুরূদে শাফিঈ (র.)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন আমাদের সায়্যিদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরে যিকিরকারীগণ যখন তাঁর যিকির করে। হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরে গাফিলগণ যখন তাঁর যিকির থেকে গাফিল থাকে।

Scanned with CamScanner

দুরূদে শাফিঈ (র.) এর ফদ্বীলত

হাফিযুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান সাখাবী তাঁর কাউলুল বাদী' কিতাবে উল্লেখ করেন, বারযালীর 'মানামাত'-এ ইবনু মুসদীর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন - আমি ইমাম শাফিঈ (র.)-কে স্বপ্নে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আমার জন্য জান্নাতে বালাখানা সজ্জিত করা হয়েছে যেমনিভাবে নতুন বরের জন্য বাসর সজ্জিত করা হয়, আমার জন্য (পুষ্পরাজি) ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যেমনিভাবে নতুন বরের জন্য ছড়িয়ে রাখা হয়। আমি বললাম, কিসের মাধ্যমে আপনার এ অবস্থা অর্জিত হয়েছে ? তখন কোন এক ব্যক্তি আমাকে বললেন, 'কিতাবুর রিসালা'য় লিখিত দুরূদ শরীফ পাঠের কারণে। আমি তাঁকে বললাম, ঐ দুরূদ শরীফ কোন্‌টি? তিনি উপরোল্লিখিত দুরূদ শরীফের কথা বললেন।

আবুল হুসাইনের সনদে ইবনু মুসদীর মুসালসালাতেও

Scanned with CamScanner

অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম এবং তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিঈকে কি আপনি বিশেষ কিছু প্রদান করেছেন অথবা কোন কিছু প্রদান করার দ্বারা তাঁকে উপকৃত করেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– হ্যাঁ, আমি তার জন্য দুআ করেছি যে, আল্লাহ যেন তার হিসাব গ্রহণ না করেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, এর কি বিশেষ কোন কারণ রয়েছে ? তিনি বললেন, সে আমার প্রতি এমনভাবে দুরূদ পাঠ করে যেমনটি আর কেউ করে না। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে দুরূদ শরীফ কোনটি? তিনি উপরোল্লিখিত দুরূদ শরীফের কথা বললেন। (আল-কাউলুল বাদী')

Scanned with CamScanner

দুরূদে তিব্বিয়্যাহ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا، وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُوْرِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا، وَقُوْتِ الْأَرْوَاحِ وَغِذَائِهَا، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরে যিনি হলেন অন্তরের চিকিৎসক এবং ঔষধ, দেহের সুস্থতা এবং রোগ-মুক্তি, দৃষ্টিসমূহের আলো এবং কিরণ, রূহের খাদ্য এবং খোরাক এবং রহমত ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার-পরিজনের উপরে এবং সাহাবায়ে কিরামের উপরে, প্রতি মূহূর্তে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে এত সংখ্যক যা আল্লাহর ইল্‌মে পরিব্যাপ্ত।

বিশেষ দুরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّا اخْتَلَفَ الْمَلْوَانِ، وَتَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ، وَكَرَّ

Scanned with CamScanner

الْجَدِيْدَانِ، وَاسْتَقْبَلَ الْفَرْقَدَانِ، وَبَلِّغْ رُوْحَهٗ وَّاَرْوَاحَ اَهْلِ بَيْتِهٖ مِنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ প্রেরণ করুন, যতক্ষণ দিন-রাতের পরিবর্তন হতে থাকে, যুগের আবর্তন-বিবর্তন হতে থাকে, চন্দ্র-সূর্য উদিত হতে থাকে এবং উজ্জ্বল নক্ষত্রের গমনাগমন হতে থাকে। হে আল্লাহ! হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ মুবারকে এবং তাঁর আহলে বায়তের রূহের প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে অগণিত সালাম পৌঁছে দিন।

ফদ্বীলত

এক ব্যক্তি সুলতান মাহমুদের দরবারে এসে বললেন, অনেক দিন থেকে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করি এবং নিজের অবস্থা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পেশ করি। একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Scanned with CamScanner

ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নসীব হলো। আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঋণগ্রস্থ, আমার উপর এক হাজার দিনার ঋণ রয়েছে। আমার ভয় হয় ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মারা যাই কি না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি মাহমুদ গজনভীর নিকট যাও এবং তার নিকট থেকে এক হাজার দিনার গ্রহণ কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন এবং কোন নিদর্শন তলব করেন তবে আমি কী বলব? তিনি ইরশাদ করলেন, মাহমুদ গজনভীকে বলবে যে, তুমি শোয়ার পূর্বে ত্রিশ হাজার বার এবং জাগ্রত হওয়ার পর ত্রিশ হাজার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে থাক।

সুলতান মাহমুদের নিকট এসে ঐ ব্যক্তি তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন। সুলতান মাহমুদ অঝোরে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁকে দুই হাজার দিনার প্রদান করলেন। সুলতান মাহমুদের নিকট যাঁরা ছিলেন তাঁরা সুলতান মাহমুদের এ আচরণে আশ্চর্য হলেন এবং বললেন, লোকটির এ কথায় আপনি বিশ্বাস করলেন? অথচ আমরা সর্বদা আপনার নিকটই থাকি; আমরা তো আপন-

Scanned with CamScanner

াকে কখনো সকাল সন্ধ্যায় ষাট হাজার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করতে দেখিনি? সুলতান মাহমুদ গজনভী বললেন, আমি আলিমদের নিকট শুনেছি যে, যে ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত দুরূদখানা একবার পাঠ করল সে যেন দশ হাজার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করলো। আমি রাতের প্রথম প্রহরে তিন বার এবং রাতের শেষ প্রহরে তিন বার দুরূদ শরীফ পাঠ করি এবং বিশ্বাস করি যে, ষাট হাজার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করলাম। আর আমি কাঁদছি খুশির কারণে। এজন্য যে, আলিমদের কথা সত্য ছিল। স্বয়ং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার আমলের স্বীকৃতি দান করেছেন।

(সত্য স্বপ্ন, মুফতী মাওলানা গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী, সালাওয়াতে নাসেরী, পৃ. ৭২-৭৩, আনোয়ারুল আরিফীন, পৃ. ১০-২২)

Scanned with CamScanner

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দু'আ

সকাল সন্ধ্যা পাঠের দু'আ

সকাল সন্ধ্যা পাঠের বহু দু'আ হাদীস শরীফে পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু দু'আ দেয়া হলো। সব ক'টি বা যে ক'টি সম্ভব তা পাঠের আমল করা যেতে পারে।

সায়্যিদুল ইস্‌তিগ্‌ফার

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا اِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার রব, আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দাহ। আমি সাধ্যানুযায়ী আপনার অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর রয়েছি। আমি আমার সকল কৃতকর্মের অনিষ্টতা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি আমার প্রতি যে নিয়ামত দান করেছেন, তা

Scanned with CamScanner

স্বীকার করছি। আর আমার অপরাধ স্বীকার করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া ক্ষমা করার ক্ষমতা আর কারো নেই।

(বুখারী, হাদীস নং- ৬৩০৬, তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৩৯৩ শব্দের ব্যবধানসহ)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِى لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (তিন বার)

অর্থ : আল্লাহর নামে, যাঁর নামের কারণে আসমান যমীনের কোন কিছুই ক্ষতি সাধন করতে পারে না; তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ। *(তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৩৮৮, আবূ দাউদ, হাদীস নং- ৫০৮৮, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৩৮৬৯)*

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (বার ৩)

অর্থ : আমি সমস্ত মাখলূকের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ কলিমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৪৩৭)

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ

Scanned with CamScanner

نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনারই সাহায্যে প্রত্যূষে উপনীত হয়েছি, আপনারই সাহায্যে সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। আপনারই ইচ্ছায় আমরা বেঁচে থাকি এবং আপনারই ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করি। আর আপনারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।

(আবূ দাউদ, হাদীস নং- ৪৪০৬, তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৩১৩)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (তিন বার)

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজ্য একমাত্র তাঁরই। তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। সব কিছুর উপর তিনিই শক্তিমান।

(নাসাঈ, হাদীস নং- ১৩২৬, আহমদ, হাদীস নং- ১৭৪৮৯)

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُوْلاً. (তিন বার)

অর্থ : আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মদ

Scanned with CamScanner

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। *(আবূ দাউদ, হাদীস নং- ৫০৭২, তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৮৯ শব্দের ব্যবধানসহ)*

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا اِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দৈহিক সুস্থতা দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার শ্রবণশক্তিতে নিরাপত্তা এবং দৃষ্টিশক্তিতে সুস্থতা দান করুন। আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।
(আবূ দাউদ, হাদীস নং- ৪৪২৬, আহমদ, হাদীস নং- ১৯৫৩৪)

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا اِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি কুফরী ও দরিদ্রতা থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।
(আবূ দাউদ, হাদীস নং- ৪৪২৬, আল-আযকার, পৃষ্ঠা- ১০৫)

Scanned with CamScanner

لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (১০ বার)

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনি এমন জীবন্ত যে, তাঁর কোন মৃত্যু নেই এবং সব কিছুর উপর তিনিই শক্তিমান।

(তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৩৪)

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমি তাঁর ওপর নির্ভর করি। তিনি মহান আরশের প্রতিপালক।*(৭ বার) (ইবনুস সুন্নী, হাদীস নং-৭১)*

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ، وَرِضَا نَفْسِهٖ، وَزِنَةَ عَرْشِهٖ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

Scanned with CamScanner

অর্থ : আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওযনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ অসংখ্য বার। *(তিন বার) (মুসলিম, হাদীস নং-২৭২৬)*

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

অর্থ : আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা সহকারে। (একশত বার)

(মুসলিম, হাদীস নং- ২৭১)

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

অর্থ : হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, আপনার রহমতের জন্য আমি আপনার দরবারে জানাই আমার সকাতর নিবেদন। আপনি আমার অবস্থা সংশোধন করে দিন, আপনি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের (এক মুহূর্তের) জন্যেও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিবেন না। *(মুসতাদরাক, হাদীস নং-৫৪৫, আত- তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং-২৭৩)*

Scanned with CamScanner

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

অর্থ : আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছেই তাওবা করছি। (প্রতি দিন এক শত বার পড়বেন।) *(বুখারী হাদীস নং ৬৩০৭, মুসলিম ৫০৭৫)*

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

(৩ বার অথবা ৭ বার)

অর্থ : হে আল্লাহ আমাকে দোযখ থেকে রক্ষা করুন। *(আহমদ হাদীস নং ১৭৩৬২, আবূ দাউদ হাদীস নং ৫০৭৯)*

اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(৩ বার অথবা ৮ বার)

আল্লাহ আমাকে হিসাব গ্রহণ ছাড়াই জান্নাত দান করুন। *(তিরমিযী হাদীস নং ২৫৭২ এবং ইবন মাজাহ ৪৩৪০ নং হাদীসের ভাবার্থে।)*

ঘুমানোর সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার নাম নিয়ে আমি জীবিত হই এবং মৃত্যুবরণ করি। *(বুখারী, হাদীস নং ৬৩১৪ ও মুসলিম, শব্দের ব্যবধানসহ)*

Scanned with CamScanner

অথবা

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

অর্থ : আল্লাহর নামে (শয়ন করছি)। হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ আপনার হাতে সোপর্দ করছি। আমার সকল বিষয় আপনার হাতেই অর্পণ করলাম। আমি আপনার দিকেই মুখ ফিরালাম। আমি আপনাকেই আমার পৃষ্ঠপোষক করলাম আপনার দয়ার আশায় এবং আপনার আযাবের আশংকায়। আপনার রহমত ছাড়া অন্য কোন ঠিকানা নেই, কোন আশ্রয়স্থলও নেই। আপনি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তার উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আপনি যে নবী প্রেরণ করেছেন তাঁর উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছি।'

(বুখারী, হাদীস নং-৩৬১৫ মুসলিম, হাদীস নং-২৭১০ ও তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫৭৪, শব্দের ব্যবধানসহ)

Scanned with CamScanner

اللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার থেকে সহজ হিসাব গ্রহণ করুন।

(মুসনাদে আহমদ, হাদীস নম্বর- ২৪২১৫)

ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন। এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন।

(বুখারী, হাদীস নং-৬৩১২ ও মুসলিম, হাদীস নং-২৭১১)

অথবা, এ দু'আও পড়া যায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ نَفْسِيْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتْهَا فِي نَوْمِهَا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা যিনি আমার প্রাণ আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং নিদ্রিত অবস্থায় তাকে মৃত্যু দেননি। সেই আল্লাহ্‌র সকল প্রশংসা, যিনি আসমান এবং যমীনকে টিকিয়ে রাখেন যাতে টলে না যায়; যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতিত এগুলো কে রক্ষা করবে? তিনি সহনশীল ও ক্ষমাশীল। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আসমানকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত যমীনের উপর পতিত হওয়া থেকে বিরত রেখেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের উপর অনুগ্রহপরায়ণ এবং দয়ালু।

(নাসাঈ, হাদীস নং ১০৬৯০)

রাতে ঘুম ভেঙে গেলে পড়ার দু'আ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ، رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ.

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী। তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের রব। তিনি পরাক্রমশালী ও অতিশয় ক্ষমাশীল।

(আল-আযকার, হাদীস নং-২৮৫, ইবনুস সুন্নী সূত্রে)

Scanned with CamScanner

ঘুমে ভয় পেলে পড়ার দু'আ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ.

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ বাণীসমূহের সাহায্যে আশ্রয় চাচ্ছি তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর বান্দাহদের অনিষ্ট হতে আর শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তাদের উপস্থিতি থেকে।

(আবূ দাউদ, হাদীস নং-৩৮৯৩, আল আযকার হাদীস নং-২৯২)

ভালো স্বপ্ন দেখার জন্য পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رُؤْيًا صَالِحَةً، صَادِقَةً غَيْرَ كَاذِبَةً، نَافِعَةً غَيْرَ ضَارَّةٍ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পূণ্যময়, সত্য ও উপকারী স্বপ্ন দেখতে চাই, মিথ্যা ও ক্ষতিকর স্বপ্ন নয়।

(আল-আযকার, হাদীস নং-২৮১)

শৌচাগারে প্রবেশের পূর্বে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি অনিষ্টকারী (পুরুষ, স্ত্রী) শয়তান ও জিন থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
(বুখারী, হাদীস নং-১৪২, মুসলিম, হাদীস নং-৪৫৭)

শৌচাগার থেকে বের হয়ে পড়ার দু'আ

غُفْرَانَكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِيْ.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন এবং আমাকে প্রশান্তি দিয়েছেন। *(ইবনুস সুন্নী, হাদীস নং-২২)*

অথবা, পড়বেন- غُفْرَانَكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।
(নাসাঈ, হাদীস নং-৯৯০৭)

ওযূ শেষে পড়ার দু'আ

(আসমানের দিকে তাকিয়ে এ দু'আ পড়বেন)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। আল্লাহ আমাকে তাওবাহকারীগণ ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের মাঝে গণ্য করুন।

মসজিদে যাওয়ার সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِي لِسَانِيْ نُوْرًا، وَفِي سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِي بَصَرِيْ نُوْرًا، وَمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِينِيْ نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُوْرًا، وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا، وَعَظِّمْ لِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ عَصَبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ دَمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَشَرِيْ نُوْرًا. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوْراً فِي قَبْرِي. وَنُوراً

Scanned with CamScanner

فِيْ عِظَامِيْ ،وَزِدْنِيْ نُوْرًا، وَزِدْنِيْ نُوْرًا، وَزِدْنِيْ نُوْرًا. وَهَبْ لِيْ نُوْرًا عَلٰى نُوْرٍ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তরে এবং যবানে নূর সৃষ্টি করে দিন, আমার শ্রবণশক্তিতে ও আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর সৃষ্টি করে দিন। আমার উপরে, আমার নীচে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পেছনে নূর সৃষ্টি করে দিন। আমার আত্মায় নূর সৃষ্টি করে দিন, আর নূরকে আমার জন্য অনেক বড় করে দিন, আমার জন্য জ্যোতি নির্ধারণ করুন, আমাকে নূরানী করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নূর দান করুন, আমার বাহুতে নূর দান করুন। আমার গোশতে, আমার রক্তে, আমার চুলে, আমার চর্মে নূর দান করুন। [হে আল্লাহ! আমার কবরকে আমার জন্য নূরানী করে দিন, আমার হাড্ডি সমূহেও নূর দান করুন।] [আমার নূর বৃদ্ধি করে দিন, আমার নূর বৃদ্ধি করে দিন, আমার নূর বৃদ্ধি করে দিন। [আর আমাকে নূরের উপর নূর দান করুন।

(মুসলিম, হাদীস নং-৫৩০, বুখারী, তিরমিযী)
[বিভিন্ন হাদীসের দুআসমূহ একত্রিত করা হয়েছে]

Scanned with CamScanner

মসজিদে প্রবেশ ও বের হতে পড়ার দু'আ

মসজিদে প্রবেশের সময় দুরূদ ও সালাম পাঠের কথা বহু হাদীসে এসেছে (দ্রষ্টব্য : আল-আযকার, বাবু মা ইয়াকূলু ইনদা দুখুলিল মাসজিদ ওয়াল খুরূজ মিনহু পৃ. ৩১ ও হিসনে হাসীন)। নীচের দু'আ পড়লে হাদীসের উপর পূর্ণ আমল হয়ে যায়।

মসজিদে প্রবেশ কালে পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَا ةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থ : আমি আল্লাহর নাম নিয়ে (মসজিদে প্রবেশ করছি), আর সালাত ও সালাম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর। হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

(মুসলিম, হাদীস নং ১৬৮৫)

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَا ةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : আমি আল্লাহর নাম নিয়ে (মসজিদ থেকে বের হচ্ছি), আর সালাত ও সালাম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি।

(মুসলিম, হাদীস নং-১৬৮৫)

বের হওয়ার পর এ দু'আটিও পড়া যায়

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيْسَ وجُنُوْدِهِ.

অর্থ : হে আল্লাহ আমি ইবলীস ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গ থেকে আশ্রয় চাই। *(আল-আযকার, হাদীস-৮৬)*

মসজিদে অবস্থানকালে পড়ার দু'আ

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ، وَبِسُلْطَانِهِ القَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে মহত্তের অধিকারী আল্লাহ, তাঁর মহান সত্তা এবং শাশ্বত রাজত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আল-আযকার, হাদীস নং-৮২)*

Scanned with CamScanner

ঘরে প্রবেশ করার সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ঘরের ভেতরের এবং বাইরের কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ্‌র নামে আমি ভেতরে এলাম এবং তাঁর নামেই বের হলাম। আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহর উপরই আমাদের নির্ভরতা। *(আবূ দাউদ, হাদীস নং-৫০৯৮)*

কাউকে বিদায় দেয়ার সময় পড়ার দু'আ

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.

অর্থ : আমি আপনার দ্বীন, আপনার আমানতসমূহ এবং আপনার আমলের পরিসমাপ্তিকে আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করছি। *(তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৪৩)*

গৃহবাসীর জন্য ভ্রমণকারী ব্যক্তি পড়বেন

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِيْ لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হিফাযতে রেখে যাচ্ছি; যার হিফাযতে অবস্থানকারী কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। *(ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৯৪৩)*

ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

অর্থ : আমি আল্লাহ্‌র নামে বের হলাম। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ছাড়া কোন উপায় নেই, কোন শক্তি নেই। *(বুখারী, হাদীস নং-৬৩২২; মুসলিম, হাদীস নং-৩৭৫, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমদ)*

সওয়ারীতে আরোহণ করার সময় পড়ার দু'আ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থ : সমস্ত পবিত্রতা ও মহত্ত্ব ঐ সত্তার, যিনি এ বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অথচ

Scanned with CamScanner

এদেরকে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রবের নিকট স্থানান্তরিত হব। *(মুসলিম, তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫৬৫)*

নদী পথে সফরের সময় পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামেই এর গতি ও অবস্থান। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। *(সূরা হুদ, আয়াত নং ৪১)*

বাজারে গেলে পড়ার দু'আ

لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি

Scanned with CamScanner

চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

(আল-আযকার হাদীস নং-৯১০)

খাবার শুরুতে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ.

অর্থ : আল্লাহ আমার এতে (খাবারে) বরকত দান করুন এবং এর চেয়ে ভাল আহার্য খাওয়ান।

(তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৫৫)

বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র পড়বেন।

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهٗ وَآخِرَهٗ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে খাওয়া শুরু এবং শেষ করলাম। *(আল-আযকার, হাদীস নং-৬৫৩)*

খাবার শেষে পাঠ করার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

(তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৫৭)

Scanned with CamScanner

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। *(তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৫৭)*

কেউ দাওয়াত খাওয়ালে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি ঐ ব্যক্তিকে খাবার দান করুন যে আমাকে খাওয়ালো এবং ঐ ব্যক্তিকে পান করান যে আমাকে পান করালো। [এ দু'আ নীচু স্বরে পড়তে হয়।] *(মুসলিম, হাদীস নং-৫৪৮৩, হিসনে হাসীন)*

পানি পান করার পরের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে স্বীয় রহমতে সুস্বাদু, সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছেন এবং আমাদের গুনাহর কারণে তা তিক্ত ও লবণাক্ত করেন নি। *(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮ : ১৪৫)*

Scanned with CamScanner

দুধ পান করার সময় পাঠের দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এই দুধের মধ্যে আমাদের জন্য বরকত দান করুন এবং অধিক পরিমাণে দান করুন।

(আবু দাউদ,হাদীস নং- ৫২৪, তিরমিযী, ২ : ১৮৩)

যমযমের পানি পান করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ .

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট উপকারী ইল্‌ম, রিয্‌কের প্রশস্ততা ও সকল রোগ থেকে আরোগ্য কামনা করছি। *(দারা কুতনী; হাদীস নং ২৪০৬)*

কোন মজলিস থেকে উঠার সময় পড়ার দু'আ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তওবা করছি।

(তিরমিযী, হাদীস নং-৪৮৫৮)

মওসূমের প্রথম ফল দেখে পাঠ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ফলগুলোর বরকত দিন; আমাদের এলাকায় (শহরে) বরকত দিন এবং আমাদের ছোট-বড় পরিমাপের পাত্রে বরকত দিন।

(মুসলিম, হাদীস নং-৩৪০০)

নতুন কাপড় পরিধানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এটি পরিধান করালেন, সুতরাং আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা! আমি আপনার কাছে এর মঙ্গল এবং তার মধ্যে যত কল্যাণ রয়েছে তা কামনা করি। আর এর অনিষ্টতা এবং এর মধ্যস্থিত অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

(আবূ দাউদ, হাদীস নং-৩৪৫৫ তিরমিযী, হাদীস নং-১৭৬৭)

হাঁচির পর পড়ার দু'আ

হাঁচিদাতা বলবেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

শ্রোতা বলবেন- يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

অর্থ : আল্লাহ আপনার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

হাঁচিদাতা আবার বলবেন- يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ

অর্থঃ আল্লাহ আপনাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা ভাল করুন।

মুসাফাহা করার দু'আ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ .

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং আপনাদেরকে ক্ষমা করুন। *(আবূ দাউদ, ২ : ৭০৮)*

Scanned with CamScanner

আয়না দেখার সময় পাঠ করার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে আমাকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন অনুরূপ আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন।

(আল-আযকার, হাদীস নং-৯১৩)

প্রথম রাত্রে স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

অর্থ :: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে তার কল্যাণ ও যে কল্যাণ দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছ তা কামনা করছি; এবং আশ্রয় চাইতেছি তার অনিষ্টতা ও যে অনিষ্টতা দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে।

(আল-আযকার, হাদীস নং-৮৩০, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনুস সুন্নী সূত্রে, হাদীস নং-৯০১)

Scanned with CamScanner

সহবাসের পূর্বে পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

অর্থ : আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন এবং আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন (সন্তান-সন্ততি) তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন। *(বুখারী, হাদীস নং-৩২৭১, মুসলিম, হাদীস নং-৩৬০৬)*

ক্রোধের সময় পাঠ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ، وَأَجِرْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করুন এবং আমার অন্তরের ক্রোধকে দূর করে দিন; আর শয়তান থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

(আল-আযকার ইবনুস সুন্নী সূত্রে, হাদীস নং-৯০১)

ক্রোধ দমনে পাঠ করার দু'আ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই।

(বুখারী, হাদীস নং-৬১১৫, তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৫২)

শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَـجْعَلُكَ فِي نُـحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে শত্রুদের মুকাবিলায় পেশ করলাম (আপনি তাদেরকে পরাজিত করুন) আর আমরা তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। *(আবূ দাউদ, হাদীস নং-১৫৩৯)*

দুশ্চিন্তার সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমত আশা করি। আপনি আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নফসের নিকট

Scanned with CamScanner

সমর্পণ করবেন না। আর আমার সমস্ত অবস্থা সংশোধন করে দিন। আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।

(আবূ দাউদ, হাদীস নং-৫০৯০)

অস্থিরতা ও বিপদের সময় পাঠ করার দু'আ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

অর্থ : হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তা! আমি আপনার রহমত থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি। *(তিরমিযী-৩৫২৪)*

যে কোন ক্ষতি দেখলে পড়ার দু'আ

عَسٰى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ.

অর্থ : আশা করা যায়, আমাদের রব আমাদের এ অবস্থাকে ভালো অবস্থায় পরিবর্তন করে দেবেন। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের প্রতি আগ্রহী।

(আল-কুরআন, সূরা: আল কালাম : ৩২)

Scanned with CamScanner

বিপদগ্রস্থকে দেখে পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ، وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র, যিনি তোমাকে যে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন, তা থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃজিত বহু বিষয়ের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন।

(তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৩২) (দু'আটি নীচু স্বরে পড়তে হয়- ইমাম নববী র.।)

কঠিন কোন বিষয়ের মুখোমুখি হলে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهٗ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করে দেন তা'ই কেবল সহজ হয়। আর আপনি যখন চান দুশ্চিন্তাকে সহজ করে দেন।

(আল আযকার, ইবনুস সুন্নী সূত্রে, হাদীস নং-৩২৬)

Scanned with CamScanner

বিপদাপদের সময় পাঠের দু'আ

لَا اِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّـيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

অর্থ : (হে আল্লাহ!) আপনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই। আপনি পবিত্র। নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

(তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৫)

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّـيْ، لَا أُشْرِكُ بِهٖ شَيْـئًا.

অর্থ : আল্লাহ! আল্লাহ! আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করি না।

(আবূ দাউদ, হাদীস নং-১৫২৫)

শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির সাক্ষাতকালে পাঠের দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَـضُدِيْ، وَأَنْتَ نَصِيْـرِيْ، بِكَ أَحُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার শক্তি, আপনিই আমার সাহায্যকারী। আপনার সাহায্যে আমি শত্রুর মুকাবেলা করি, আপনারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি।

(আবূ দাউদ, হাদীস নং-২৬৩২)

Scanned with CamScanner

কোন গোষ্ঠিকে ভয় পেলে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! এদের মোকাবিলায় আপনি আমার জন্য যথেষ্ট হোন, যেমন আপনি চান।

(মুসলিম, হাদীস নং-৩০০৫)

ছাকরাতের অবস্থায় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে মহান বন্ধুর (আল্লাহ) সাথে মিলিয়ে দিন। *(বুখারী, হাদীস নং-৪১৭৬)*

ঋণগ্রস্থ হলে পাঠ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! হারাম থেকে বাঁচিয়ে কেবল হালাল আমার জন্য যথেষ্ট করুন এবং আপনি ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে বিমুখ করে আপনার করুণা দ্বারা আমাকে ঐশ্বর্যশালী করুন। *(তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৬৩)*

Scanned with CamScanner

অথবা–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে।' *(বুখারী, হাদীস নং-৬০০২)*

ঋণদাতার জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

অর্থ : আল্লাহ আপনার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন।

(বুখারী, হাদীস নং-২০৪৯)

Scanned with CamScanner

জীবিকার সমস্যায় পড়লে পাঠের দু'আ

بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِيْ وَمَالِيْ وَدِيْنِيْ، اَللّٰهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا قُدِّرَ لِيْ حَتّٰى لَا أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ.

অর্থ : আমার জীবন, সহায়-সম্পদ এবং দ্বীন আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! আমাকে আপনার ফয়সালায় সন্তুষ্ট করে দিন। আর আমার জন্য যা নির্ধারিত রেখেছেন তাতে বরকত দিন, যাতে আপনি যা পরবর্তীর জন্য নির্ধারণ করেছন তার জন্য আমি তাড়াহুড়ো না করি এবং আপনি যা এগিয়ে দিয়েছেন (এই সময়ে দিয়েছেন) যেন মনে না করি যে তা পরবর্তী সময়ের জন্য ভালো হতো।

(আল আযকার, ইবনুস সুন্নী সূত্রে, হাদীস নং-৩২৭)

দারিদ্র্য থেকে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দরিদ্রতা ও সম্পদের স্বল্পতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর

Scanned with CamScanner

অন্যের উপর অত্যাচার করা বা নিজে অত্যাচারিত হওয়া থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(নাসাঈ, হাদীস নং-১৫৪৬)

রিয্‌কে বরকতের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِيْ ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي بِـخَيْرٍ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে রিয্‌ক দিয়েছেন তাতে পরিতুষ্টি দান করুন এবং তাতে বরকত দিন। আর আমার সকল অদৃশ্য বিষয়কে কল্যাণকর বানিয়ে দিন। *(বায়হাকী, হাদীস নং- ৪৫৪)*

শয়তান বিতাড়নের জন্য দু'আ

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ، أَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّـحْضُرُوْنِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এবং আশ্রয় চাচ্ছি শয়তান আমার কাছে আগমন করা থেকে। *(সূরা মুমিনূন, আয়াত ৯৭-৯৮)*

Scanned with CamScanner

বার বার ওয়াসওয়াসা হলে পড়ার দু'আ

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهٖ.

অর্থ : আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছি। *(আল আযকার, হাদীস নং-২৭১)*

রোগী দেখার সময় পাঠ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

অর্থ : হে মানবের প্রতিপালক! (তার) কষ্ট দূর করে দাও, আপনিই একমাত্র রোগ থেকে মুক্তিদাতা। আপনার শিফা (সুস্থতা) ব্যতীত রোগ-মুক্তির কোন উপায় নেই। এমনভাবে শিফা দান করুন যেন রোগের কোন লক্ষণই বাকি না থাকে।

(তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫৬৫)

শোকার্ত অবস্থায় পাঠ করার দু'আ

إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى.

Scanned with CamScanner

অর্থ : আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই আর যা কিছু দিয়েছেন তা'ও তাঁরই। তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

(বুখারী, হাদীস নং-১২৮৪, হিস্নুল মুস্লিম, পৃষ্ঠা-১৭৯)

আপনজনের মৃত্যুতে পাঠ করার দু'আ

إِنَّا لِلّٰهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؛ اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْها.

অর্থ : নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর এবং আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমার এ বিপদের প্রতিদান দিন এবং এর পরিবর্তে আমাকে উত্তম বদলা প্রদান করুন। *(আল আযকার, মুসলিম সূত্রে, হাদীস নং-৪২৭)*

কবরে লাশ রাখার সময় পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ، وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ.

অর্থ : (আমরা এই লাশ) আল্লাহর নামে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিল্লাতের (ধর্ম) উপর রাখছি। *(মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-৪৮১২)*

Scanned with CamScanner

মনোবাসনা পূরণের দু'আ

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; তিনি পরম সহনশীল ও সম্মানিত। আল্লাহ মহাপবিত্র ও আরশের প্রতিপালক। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। *(আহমদ, হাদীস নং ১৬৯৭)*

যে কোন উপকারকারীর জন্য দু'আ

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

অর্থ : আল্লাহ আপনাকে (আপনার ইহ্সানের) উত্তম বিনিময় দান করুন। *(তিরমিযী, হাদীস নং-২১০৪)*

মেঘের গর্জন শুনলে পড়ার দু'আ

يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ.

অর্থ : পবিত্রতা ঐ সত্তার, যাঁর প্রশংসায় মেঘমালা এবং যাঁর ভয়ে ফিরিশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন।

(আল আযকার, হাদীস নং-৫২৩, মুয়াত্তা সূত্রে)

Scanned with CamScanner

জোরে বাতাস প্রবাহিত হলে পাঠ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وخَيْرَ مَا أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি এর (প্রবাহমান বাতাসের) ভালোটুকু ও তার মধ্যস্থিত কল্যাণটুকু এবং তার সাথে আপনি যা পাঠিয়েছেন তার উত্তমটুকু কামনা করছি। আর এর অকল্যাণ ও তার মধ্যস্থিত এবং এর সাথে প্রেরিত অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং-৫২৩৫)

বিদ্যুৎ চমকালে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُـهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِيْنَا قَبْلَ ذٰلِكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমাদেরকে আপনার গযব দিয়ে নিপাত করবেন না, আপনার আযাব দিয়ে ধ্বংস করবেন না বরং এর পূর্বেই আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

(তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৫০)

Scanned with CamScanner

বৃষ্টির সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

অর্থ : হে আল্লাহ! (এ বৃষ্টিকে) অনেক বর্ষণকারী এবং কল্যাণকর বানিয়ে দাও।

(আল-আযকার, বুখারী সূত্রে হাদীস নং-৫২৫)

নতুন চাঁদ দেখলে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য এ চাঁদের মাসটি অতিবাহিত করুন শান্তি, ঈমান, কল্যাণ, নিরাপত্তা, ইসলাম ও এমন কাজের তাওফীকের সাথে, যা আপনি পছন্দ করেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন। আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) রব আল্লাহ।

(দারিমী, কিয়দংশ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৫১)

Scanned with CamScanner

কোনো পছন্দনীয় জিনিস দেখলে পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

অর্থ : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যাঁর অনুগ্রহে যাবতীয় কল্যাণমূলক কাজ পূর্ণতা লাভ করে।

(হিসনে হাসীন)

কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখলে পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

অর্থ : সকল অবস্থায়ই আল্লাহর প্রশংসা।

(হিসনে হাসীন)

নবদম্পত্তির উদ্দেশ্যে দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন, আর তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) দু'জনকে কল্যাণমূলক কাজে ঐকমত্য দান করুন।

(তিরমিযী, হাদীস নং-১০৯১, হিস্‌নুল মুস্‌লিম, পৃষ্ঠা-১৯৯)

Scanned with CamScanner

ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির বিপদাপদ থেকে বাঁচার দু'আ

مَا شَاءَ اللّٰهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ : আল্লাহ যা চান তাই হয়, কোন শক্তি নেই আল্লাহ ছাড়া। *(আল আযকার, হাদীস নং-৩২৮ ইবনুস সুন্নী সূত্রে)*

সন্তান লাভকারীর প্রতি অভিনন্দন

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوْبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ.

অর্থ : আল্লাহ তোমার জন্য এই সন্তানে বরকত দান করুন, সন্তান দানকারী মহান আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন, সন্তানটি পূর্ণ বয়সে পদার্পণ করুক এবং তার ইহসান লাভে তুমি ধন্য হও।

(ইবন আবিদ দুন্‌য়া; আল আয়াল এবং আল আযকার)

শিশুদের সুরক্ষার জন্য দু'আ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّا مَّةٍ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ শব্দসমূহ দ্বারা শয়তান, ক্ষতিকর প্রাণী ও ক্ষতিকর চোখ (বদনযর) থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(বুখারী, হাদীস নং-৩১৯১ এর ভাবার্থে)

রজব-শাবান মাসে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে রজব ও শাবানের বরকত দান করুন এবং রামাদান মাস পর্যন্ত আমাদের পৌঁছিয়ে দিন।

(মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-২৫৯)

শবে বরাতে বিশেষ দু'আ

أَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ وَجْهُكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

অর্থ : আমি আপনার শাস্তি থেকে ক্ষমার আশ্রয় চাচ্ছি, আপনার অসন্তুষ্টি হতে সন্তুষ্টির আশ্রয় চাচ্ছি, আপনার

Scanned with CamScanner

নিকট (আপনার শাস্তি ও অসন্তুষ্টি হতে) আপনারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনার সত্তা চির মহান। আমি আপনার যথার্থ প্রশংসা করতে সক্ষম নই। আপনি হচ্ছেন তেমন, যেমন আপনি আপনার নিজের প্রশংসা করেছেন।

শবে কদরে পাঠের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন।

(তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫১২, ইবনে মাজাহ ও নাসাঈতেও এ বর্ণনা রয়েছে)

স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে পড়ার দু'আ

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ؛ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ شَيْئًا.

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের কাজ ও স্বপ্নের মন্দ থেকে, যাতে এর ফলে কিছু না ঘটে।

(আল আযকার ইবনুস সুন্নী সূত্রে, হাদীস নং-২৬৪)

Scanned with CamScanner

কোন অঙ্গে ব্যথা হলে পড়ার দু'আ

শরীরের কোন অঙ্গে ব্যথা হলে ব্যথার জায়গায় হাত রেখে بِسْمِ اللهِ (বিসমিল্লাহ) তিন বার পড়বেন । তারপর সাত বার পড়বেন-

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ .

অর্থ : আমি যে ব্যথা অনুভব করছি এবং যার ভয় করছি, আল্লাহ্‌র সম্মান ও তাঁর কুদরতের ওসীলায় তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *[কান্‌যুল 'উম্মাল, হাদীস নং- ২৮৩৭৪]*

কুরবানী ও আকীকার পশু যবেহ-এর দু'আ

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ ، تَقَبَّلْ مِنِّيْ.

অর্থ : আল্লাহর নামে, আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত ও সালাম বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! এটা আপনার পক্ষ থেকে এবং আপনার দিকেই সমর্পিত। আমার পক্ষ থেকে ইহা কবূল করুন।

Scanned with CamScanner

যদি অন্য কারো পক্ষ থেকে কুরবানী করা হয় তা হলে تقبل من বলে কুরবানীদাতার নাম বলতে হবে।

(আল-আযকার)

কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ.

অর্থ : হে কবরবাসী! আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ আপনাদের এবং আমাদের ক্ষমা করুন। আপনারা আমাদের অগ্রগামী আর আমরা আপনাদের পরপরই আসছি। *(তিরমিযী, হাদীস নং-১০৫৩)*

হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত দু'আ

হযরত আবূ শায়বা ইমাম হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে নিম্নের দু'আ করবে আদম আলাইহিস সালাম থেকে এ পর্যন্ত যত মু'মিন মারা গেছেন সবাই তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ، وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِيْ

Scanned with CamScanner

خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ، اَدْخِلْ عَلَيْهَا رَوْحًا مِّنْكَ، وَسَلَامًا مِّنِّيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! শুষ্ক হয়ে যাওয়া ঐ দেহসমূহের রব! ঐ শুকনো হাড়সমূহের রব যে হাড়গুলো আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে দুনিয়া থেকে গত হয়েছে, আপনি আপনার পক্ষ থেকে তাতে শান্তি বর্ষণ করান এবং আমার পক্ষ হতে সালাম পৌঁছে দিন। *(মারাকিল ফালাহ)*

যিকিরের মাঝে পড়ার দু'আ (দু'আয়ে তাওয়াজ্জুহ্)

যিক্‌র মাহফিলে প্রতি এক শত বার যিক্‌রের পর এ দু'আ পড়া হয়-

يَا اَللّٰهُ، يَا اَللّٰهُ، يَا اَللّٰهُ، دُلَّنِيْ بِكَ عَلَيْنَا وَارْزُقْنِي الثِّبَاتَ عِنْدَ وُجُوْدِكَ مَا أَكُوْنُ مُنَادِيًا بَيْنَ يَدَيْكَ، يَا اَللّٰهُ، يَا اَللّٰهُ، يَا اَللّٰهُ، اِلٰهِيْ إِجْعَلْ قَلْبَ عَبْدِكَ الْعَبْدِ الضَّعِيْفِ، مَظْهَرًا لِّذَاتِكَ وَمَنْبَعًا لِاٰيَاتِكَ ، يَا اَللّٰهُ، يَا اَللّٰهُ، يَا اَللّٰهُ، اِلٰهِيْ بِعَظْمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَارْزُقْنِيْ حُبَّكَ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : ইয়া আল্লাহু! ইয়া আল্লাহু! ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার সমীপে পৌঁছার পথ দেখিয়ে দিন এবং আপনার নৈকট্যে অবস্থানের তাওফীক দান করুন, যাতে আমি আপনার সম্মুখে আপনাকে ডাকতে থাকি। ইয়া আল্লাহু! ইয়া আল্লাহু! ইয়া আল্লাহ! হে আমার মাবূদ! আপনার দুর্বল বান্দাহর কলবকে আপনার সত্ত্বার বহি:প্রকাশস্থল এবং আপনার নিদর্শনাবলীর ঝর্ণাধারা বানিয়ে দিন।

ইয়া আল্লাহু! ইয়া আল্লাহু! ইয়া আল্লাহ! হে আমার মা'বূদ! আপনার বড়ত্ব এবং মহত্তের ওসীলায় আমাকে আপনার মুহব্বত নসীব করুন।

(সূত্র : আনোয়ারুস সালিকীন, পৃষ্ঠা ৬৫)

দু'আয়ে তাওয়াজ্জুহ্'র পর এ দু'আও পাঠ করা হয়-

يَارَبِّ اَنْتَ مَقْصُوْدِيْ، تَرَكْتُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ لَكَ،
وَاَتْمِمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَارْزُقْنِيْ وُصُوْلَكَ التَّامِ.

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার লক্ষ্য, আপনার জন্যই আমি দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছু পরিত্যাগ করেছি। সুতরাং আমার উপর আপনার

Scanned with CamScanner

নি'আমত পূর্ণ করে দিন আর আপনার সমীপে পূর্ণাঙ্গ ভাবে পৌঁছার তাওফীক দিন।

সালাতুত তাসবীহ্'র নিয়ম

- চার রাকা'আত সুন্নাত নামাযের নিয়ত করবেন।
- তাকবীরে তাহরীমার পর সানা (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা...) পাঠ করবেন।
- তারপর নিচের তাসবীহ ১৫ বার পাঠ করবেন-

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرْ.

অর্থ : আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ মহান।

- তারপর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন।
- তারপর অন্য যে কোন সূরা মিলিয়ে পড়বেন।
- তারপর রূকূতে যাবার আগে ১০ বার উপরের তাসবীহ পাঠ করবেন।
- তারপর রূকূতে গিয়ে রূকূর তাসবীহ্ পড়ার পর ১০ বার ঐ তাসবীহ পাঠ করবেন।

Scanned with CamScanner

- ◈ রূকূ থেকে দাঁড়িয়ে রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ পড়ার পর ১০ বার ঐ তাসবীহ্ পাঠ করবেন।
- ◈ তারপর সিজদায় গিয়ে সিজদাহ্‌র তাসবীহ্ পাঠের পর ঐ তাসবীহ্ ১০ বার পাঠ করবেন ।
- ◈ তারপর দুই সিজদার মধ্যে বৈঠকের তাসবীহ্ পাঠ করে ঐ তাসবীহ ১০ বার পাঠ করবেন ।
- ◈ তারপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে সিজদাহ্‌র তাসবীহ পড়ার পর ঐ তাসবীহ ১০ বার পাঠ করবেন।

এভাবে চার রাকা'আত নামায পড়বেন। এতে প্রতি রাকা'আতে ৭৫ বার করে চার রাকা'আতে মোট ৩০০ বার উপরোক্ত তাসবীহ পাঠ করা হয়।

(বি.দ্র. হাদীসে সালাতুত তাসবীহ্'র কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এখানে আত-তারগীব ওয়াত তারহীবে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত পদ্ধতিটি নেয়া হয়েছে।)

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র.) থেকে বর্ণিত কিছু দু'আ ও আমল

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পাঠের দু'আ

আমাদের তরীকার বুযুর্গ হযরত শাহ আবদুল আযীয (র.) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর

Scanned with CamScanner

নিচের তাসবীহ্সমূহ পাঠের কথা বলেন-

১. ফজরের নামাযের পর পড়ার দু'আ :

لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ. ১০০ বার

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই। তিনি সত্য ও স্পষ্ট প্রকাশিত অধিপতি।

২. যোহরের নামাযের পর পড়ার দু'আ :

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ .

৫০০ বার, সম্ভব না হলে ন্যূনতম ২৫ বার।

অর্থ : আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ঠ, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক।

৩. আছরের নামাযের পর পড়ার দু'আ ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৩ বার

(আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)

اللّٰهُ أَكْبَرْ ৩৪ বার

(আল্লাহ মহান)

Scanned with CamScanner

৪. মাগরিবের নামাযের পর পড়ার দু'আ :

سُبْحَانَ اللهِ، والْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাউলা ওয়াল কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (৫০০ বার)।

৫। ইশার নামাযের পর মদীনা মুনাওয়ারার দিকে মুখ করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা মুবারকের খেয়াল করে যে কোন দুরূদ শরীফ এক শত বার পাঠ করা।

একটি দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

[বি.দ্র. মুরশিদে বরহক হযরত ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) প্রতি দিন দুই শত বার দুরূদ শরীফ ও এক শত বার ইসতিগফার শরীফ পাঠের তাকীদ করতেন।]

Scanned with CamScanner

ইস্তিগফার শরীফ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা হালকা হওয়ার আমল

হযরত আবদুল আযীয দেহলভী (র.) বলেন, বর্ণনা দ্বারা ছাবিত আছে, সর্বদা আয়াতুল কুরসী এবং সূরা ইখলাস পড়লে মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা হালকা হয়।

অভাব দূর হওয়ার আমল

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, তাঁর পিতা হযরত শাহ আবদুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেছেন, প্রত্যেক দিন يَا مُغْنِيْ (ইয়া মুগনী) এগার শত বার এবং সূরা মুয্যাম্মিল ৪০ বার, সম্ভব না হলে ১১ বার পাঠ করবেন। তিনি বলেন, এ দু'টি আমল জাহিরী-বাতিনী ধনাঢ্যতার জন্য পরীক্ষিত।

হাজত পূরণের জন্য আমল

কেউ যদি কোন হাজতের সম্মুখীন হয় অথবা কোন

Scanned with CamScanner

ব্যক্তি হারিয়ে যায়, তাকে সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় ফিরে পেতে অথবা কেউ অসুস্থ হলে সুস্থতার জন্য ফজরের সুন্নত নামায ও ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সূরা ফাতিহা ৪১ বার পড়লে বিশেষ ফায়দা পাওয়া যায়।

কুরআন শরীফ হিফ্‌যের আমল

যিনি কুরআন শরীফ মুখস্ত করতে পারেন না (তিনি নিয়মিত হিফ্‌যের সবক আদায়ের পাশাপাশি) প্রতি রাতে ইশার নামাযের পর সূরা ফাতিহা (আল-হামদু-লিল্লাহ শরীফ) ৪১ বার পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ কুরআন শরীফ সহজে মুখস্ত হয়ে যাবে। এটি পরীক্ষিত।

গুনাহ মাফ ও 'খাতিমাহ বিল খায়ের'-এর আমল

গুনাহ মাফের জন্য ইসতিগফার হচ্ছে অত্যন্ত উপযোগী আমল। আর ঈমানের সাথে মৃত্যুর জন্য বেশি বেশি -কালিমা তায়্যিবাহ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) এর যিকর এবং ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করা খুবই উপকারী।

Scanned with CamScanner

দুষ্ট আত্মা (নফ্‌সে আম্মারাহ্) ও শয়তানের চক্রজাল থেকে বাঁচার আমল

নফ্‌সে আম্মারাহ্ ও শয়তান থেকে বাঁচার জন্য বেশি বেশি–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

পাঠ করা এবং প্রত্যেক ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর ১১ বার করে 'সূরা ফালাক' ও 'সূরা নাস' পাঠ করা প্রয়োজন ।

কবর আযাব থেকে বাঁচার জন্য আমল

কবর আযাব থেকে বাঁচার জন্য 'ইশার নামাযের পর ঘুমানোর আগে 'সূরা মূলক' (সূরা নং ৬৭) এবং সূরা আস্ সিজদাহ (সূরা নং ৪৪) পাঠ করা প্রয়োজন।

[সূত্র : শাহ আবদুল আযীয আওর উনকী তা'লিমাত]

আয়াতে শিফা

রোগ মুক্তির আয়াতসমূহ ঃ ইমাম আবুল কাসিম কুশায়রী (র.) বলেন : আমার একটি শিশু দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণোন্মুখ হয়ে পড়ে। আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নে দেখে তাঁর কাছে শিশুর গুরুতর অবস্থা আরয করি। তিনি বললেন ঃ তুমি রোগ

Scanned with CamScanner

মুক্তির আয়াতসমূহের শরণাপন্ন হও না কেন এবং এগুলোর মাধ্যমে রোগ মুক্তির দু'আ কর না কেন?
আমি ঘুম থেকে জেগে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলাম। অবশেষে কুরআন কারীমের নিম্নোক্ত ছয় জায়গায় রোগমুক্তির আয়াতসমূহ দেখতে পেলাম ঃ

১. وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

অর্থ : তিনি (আল্লাহ তা'আলা) মুমিনগণের অন্তরকে রোগমুক্ত করেন। (সূরা তওবা : ১৪)

২. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

অর্থ : যখন আমি অসুস্থ হই, তখন তিনি (আল্লাহ) আমাকে রোগমুক্তি দান করেন। (সূরা শু'আরা : ৮০)

৩. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ

অর্থ : তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশমালা এবং অন্তরের রোগসমূহের প্রতিষেধক। (সূরা ইউনুস : ৫৭)

৪. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

Scanned with CamScanner

অর্থ : মৌমাছির পেট থেকে নির্গত হয় বিভিন্ন রঙের পানীয় বস্তু। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগমুক্তি।

(সূরা নহল:৬৯)

৫. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

অর্থ : কুরআনে আমি এমন বিষয় নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্য রোগমুক্তি ও রহমত। (সূরা ইসরা : ৮২)

৬- قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا هُدًى وَّشِفَاءٌ

অর্থ : বলে দিন, এটা (কুরআন) মুমিনদের জন্যে হেদায়েত ও রোগমুক্তি। (সূরা হা-মীম সিজদাহ : ৪৪)

আমি আয়াতগুলো লিখে পানিতে মিশিয়ে পান করিয়ে দিলাম। এতেই সে এমন দ্রুত আরোগ্য লাভ করল, যেন তার পায়ে একটা দড়ি বাঁধা ছিল, তা খুলে দেয়ার সাথে সাথে সে মুক্ত হয়ে গেল।

(মাদারিজুন্নুবুওয়ত)

Scanned with CamScanner

ইস্তিখারার দু'আ

দুই রাকাত নফল নামায পড়ার পর এই দু'আ পড়তে হয়-

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَاجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আপনার ইলমের মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করছি, আপনার কুদরত দ্বারা শক্তি কামনা করছি, এবং আপনার নিকট আপনার মহান

Scanned with CamScanner

অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা আপনি প্রত্যেক কাজের ক্ষমতা রাখেন আর আমি কোন কাজের ক্ষমতা রাখি না। আপনি সবকিছু জানেন, আর আমি কিছুই জানি না এবং আপনি সমস্ত গোপন বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। হে আল্লাহ, যদি আপনার ইলম অনুযায়ী এই কাজ আমার দ্বীন, দুনিয়ার জন্য উত্তম হয় এবং পরিণামের দিক থেকেও আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে সহজ করে দিন, অতঃপর উহার মধ্যে আমার জন্য বরকতও দান করে দিন। আর যদি আপনার ইলম অনুযায়ী এই কাজ আমার দ্বীন, দুনিয়ার জন্য উত্তম না হয় এবং পরিণামের দিক থেকেও আমার জন্য কল্যাণকর না হয় তাহলে এই কাজকে আমার নিকট হতে দূরে রাখুন এবং আমাকে উহা হতে বিরত রাখুন আর যে কাজ আমর জন্য উত্তম হয় তা নির্ধারণ করে দিন। অতঃপর আমাকে সেই কাজের উপর সন্তুষ্টি দান করুন। *(সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৫৯০৩)*

هَذَا الْأَمْرَ বলার সময় নিজের উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল রাখবেন।

সালাতুল হাজত

কোন বৈধ চাহিদা পূরণের জন্য যে দু'রাকা'আত নফল নামায আদায় করা হয়, তাকে 'সালাতুল হাজত' বলা

Scanned with CamScanner

হয়। এ নামায পড়ার নিয়ম সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে- উত্তমভাবে উযূ করে দুই রাকাত নামায পড়বে। নামায শেষে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা (প্রশংসা) এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিচের দু'আ পড়বে-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ- আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি অতি সহিষ্ণু ও দয়ালু, তিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র, মহান আরশের প্রতিপালক। সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি সারা জাহানের রব। আপনার কাছেই আমি প্রর্থনা করি, আপনার রহমত আকর্ষণকারী সকল পূণ্যকর্মের,

Scanned with CamScanner

আপনার ক্ষমা ও মাগফিরাত আকর্ষণকারী সকল কর্মের, সকল নেক কাজের তাওফিক এবং সব ধরনের গুনাহ থেকে নিরাপত্তা। আমার কোন গুনাহ যেন মাফ ছাড়া না থাকে। কোন সমস্যা যেন সমাধান ছাড়া না যায় আর আমার এমন প্রয়োজন যাতে রয়েছে আপনার সন্তুষ্টি তা যেন অপূরণ না থাকে, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সুনান তিরমিযী, হাদীস নং- ৪৭৯)

অথবা নিচের দু'আও পড়া যায়

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِيْ حَاجَتِيْ هَذِه ، فَتَقْضِىْ لِيْ، اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ وَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে মনোনিবেশ করছি আপনার নবী, রহমতের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীলায়, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আমি আপনার মাধ্যমে আমার রবের কাছে আমার এই প্রয়োজনে আবেদন

Scanned with CamScanner

করেছি যেন এটি পূরণ হয়। হে আল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার ব্যাপারে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করুন এবং তাঁর মাধ্যমে আমার এই দু'আকে কবূল করুন।

(সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-১৩৮৫)

فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهٖ বলার সময় নিজের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখবেন।

রিয়া হতে বেঁচে থাকার দু'আ

হযরত মা'কাল ইবন য়াসার (রা.) বলেন, আমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলাম। তিনি ফরমালেন হে আবূ বকর, নিশ্চয়ই শিরক তোমাদের মধ্যে পিপীলিকার চেয়ে বেশি সুক্ষ্মভাবে লুকিয়ে থাকে। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন– আল্লাহর সাথে শরীক করার বাইরেও কি শিরক রয়েছে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! নিশ্চয় শিরক পিপীলিকার চেয়ে বেশি সুক্ষ্ম বিষয়। আমি কি তোমাকে এমন বিষয়ের সন্ধান দেব না যখন তুমি এটা বলবে তখন এর (শিরকের) কম বেশি সবটুকু তোমার থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে? রাসূল

Scanned with CamScanner

সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তুমি বলো–

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

অর্থ : হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করছি জ্ঞাত অবস্থায় আপনার সাথে শিরক করা হতে এবং ক্ষমা কামনা করছি যা কিছু আমার অজ্ঞাতে হয়ে থাকে তা থেকে।

(আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৭১৫)

কুরআন তিলাওয়াত শেষে পাঠের দু'আ

اللّٰهُمَّ آنِسْ وَحْشَتِيْ فِي قَبْرِيْ. اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِيْ إِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً، اللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ : হে আল্লাহ ! আপনি আমার কবরের একাকিত্বে

Scanned with CamScanner

সঙ্গী হয়ে যান। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কুরআন কারীমের ওয়াসীলায় দয়া করুন। কুরআন কারীমকে আমার জন্য অনুসরণীয়, নূর, পথপ্রদর্শক ও রহমত বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! কুরআন কারীম থেকে যা আমি ভুলে গেছি তা আপনি স্মরণ করিয়ে দিন আর যা আমি অর্জন করতে পারিনি তা আমাকে শিখিয়ে দিন। আমাকে সারা রাত এবং দিন কুরআন তিলাওয়াত করার তাওফীক দান করুন। হে বিশ্বের প্রতিপালক! কুরআন কারীমকে আমার জন্য সাক্ষী বানিয়ে দিন।

(তারীখে নিশাপুর, ইহইয়াউ উলুমিদ দ্বীন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৮)

সিজদায়ে তিলাওয়াতের দু'আ

তিলাওয়াতের সিজদায় কমপক্ষে ৩ বার পড়বেন-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

তারপর কয়েকবার এই দু'আ পড়বেন-

سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

অর্থ : আমার চেহারা সিজদা করছে সেই সত্তার যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি দান করত স্বীয় প্রজ্ঞা

Scanned with CamScanner

ও ক্ষমতাবলে এর মাঝে কান ও চোখ স্থাপন করেছেন, আর আল্লাহ কতই না সুন্দর সৃষ্টিকর্তা!

(তিরমিযী, মুসলিম, হাদীস নং ৭৭১)

হৃদরোগে পড়ার দু'আ

হার্টের রোগীকে সকাল-বিকাল বুকে হাত রেখে এই দু'আ ১১ বার পাঠ করার জন্য হযরত ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) নির্দেশনা দিতেন-

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا إِيْمَاناً مَّعَ إِيْمَانِهِمْ ط وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

অর্থ : তিনি সেই স্বত্তা যিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বেড়ে যায়। আসমান এবং যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা আল-ফাত্হ, আয়াত নং-৪)

...

Scanned with CamScanner

الأسماء الحسنى

আল-আসমাউল হুসনা

ওযীফায়ে লতিফিয়া ৯৭

Scanned with CamScanner

আল-আসমাউল হুসনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। ঐ সকল নামে তোমরা তাকে ডাক।...*(আল-কুরআন : সূরা আল আ'রাফ : ১৮০)*

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন নবী করীম (সা.) ফরমায়েছেন– আল্লাহ পাকের ৯৯ টি নাম আছে, যে ব্যক্তি ঐ সব নাম মুখস্ত রাখবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। *(মুসলিম, হাদীস নং ৬৯৮৫)*

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার নাম পাঠের সময়-

هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَا إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ جَلَّ جَلَالُهٗ

বলে শুরু করতে হয় এবং প্রত্যেক নামের সাথে–

جَلَّ جَلَالُهٗ

পড়তে হয়।

Scanned with CamScanner

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ جَلَّ جَلَالُهٗ

اَلرَّحْمٰنُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلرَّحِيْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمَلِكُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْقُدُّوْسُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلسَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُؤْمِنُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُهَيْمِنُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْعَزِيْزُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْبَارِئُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْمُصَوِّرُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْغَفَّارُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْقَهَّارُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُمِيْتُ جَلَّ جَلَالُهٗ

Scanned with CamScanner

اَلرَّزَّاقُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْفَتَّاحُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْعَلِيْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْقَابِضُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْبَاسِطُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْخَافِضُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلرَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْبَصِيْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْحَكَمُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْعَدْلُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَللَّطِيْفُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْخَبِيْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْحَلِيْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْعَظِيْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلسَّمِيْعُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْغَفُوْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلشَّكُوْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْعَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْكَبِيْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُذِلُّ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْحَفِيْظُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُقِيْتُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْحَسِيْبُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْجَلِيْلُ جَلَّ جَلَالُهٗ

Scanned with CamScanner

اَلْكَرِيْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُعِزُّ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْوَاسِعُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْحَكِيْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْوَدُوْدُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُجِيْبُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمَجِيْدُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلشَّهِيْدُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْبَاعِثُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْوَكِيْلُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْقَوِيُّ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْمَتِيْنُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْوَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْحَمِيْدُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُحْصِيْ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْمُبْدِئُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُعِيْدُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُحْيِيْ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُمِيْتُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْحَيُّ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْقَيُّوْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْوَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهٗ

Scanned with CamScanner

اَلْوَاحِدُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلصَّمَدُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْقَادِرُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُقْتَدِرُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْمُقَدِّمُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُؤَخِّرُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْاَوَّلُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْاٰخِرُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلظَّاهِرُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْبَاطِنُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْوَالِيْ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُتَعَالِيْ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْبَرُّ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلتَّوَّابُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُنْتَقِمُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْعَفُوُّ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلرَّؤُوْفُ جَلَّ جَلَالُهٗ	مَالِكُ الْمُلْكِ جَلَّ جَلَالُهٗ	ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُقْسِطُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْجَامِعُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْغَنِيُّ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُغْنِيْ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْمُعْطِيْ جَلَّ جَلَالُهٗ

Scanned with CamScanner

اَلْمَانِعُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلضَّارُّ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلنَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلنُّوْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلْهَادِیُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْبَدِیْعُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْبَاقِیُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْوَارِثُ جَلَّ جَلَالُهٗ
اَلرَّشِیْدُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلصَّبُوْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلصَّادِقُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلسَّتَّارُ جَلَّ جَلَالُهٗ

اَلْأَحَدُ
جَلَّ جَلَالُهٗ

Scanned with CamScanner

أسماء النبى صلى الله عليه وآله وسلم

مع الصلوة والسلام عليه

অনুবাদ ও দুরূদ-সালামসহ

আসমাউন নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

(প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক নামসমূহ)

ওযীফায়ে লতিফিয়া ১০৫

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি নবীদেরও নবী। তিনি জগতবাসীর জন্য করুণাধারা। তাঁর মুবারক নামসমূহ তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যেরও স্মারক। আরবীতে একটি কথা আছে- الاسم دال على المسمى -নাম ব্যক্তির পরিচয়বাহী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সর্বগুণের আধার তেমনি তার গুণগুলো প্রকাশের জন্য রয়েছে অনেক নাম। এ সকল নামের কোনো কোনোটি আল্লাহর ভাষায় কুরআন মজীদে, আবার কোনোটি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাসমূহে বিদ্যমান। আবার কোনো কোনো নাম প্রিয়নবীর নিজস্ব যবানে হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাম্মদ নামে পরিচয় দিয়েছেন এভাবে: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -মুহাম্মদ [সা.] আল্লাহর রাসূল। (সূরা : ফাত্হ, আয়াত ২৯) এছাড়াও আরো অনেক নাম কুরআনে পাওয়া যায়। যেমন: بشير - نذير - مبين ইত্যাদি। তাওরাতে তার নাম احيد (আহয়াদ), ইনজীলে

Scanned with CamScanner

তাঁর নাম احمد বলে উল্লেখিত আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে নানা নামে পরিচয় দিয়েছেন। যেমন: الماحي, الحاشر (আল -হাশির, আল-মাহী) ইত্যাদি।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের অনেকে বহু কাজ করে গেছেন। কেউ কেউ নিজ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আলাদা অধ্যায় রচনা করেছেন। যেমন ইমাম ফাকিহানী (র.) তাঁর الفجر المنير কিতাবে এবং কাযী আয়ায (র.) তাঁর الشفا بتعريف حقوق المصطفى গ্রন্থে আলাদা অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। কেউ কেউ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- আল হাররানী (র.), ইমাম কুরতবী (র.), ইবন ফারিস (র.), ইমাম সুয়ূতী (র.), ইবন দাহিয়া (র.) প্রমুখ। كشف الظنون গ্রন্থে হাজী খলীফা এবং معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي কিতাবে আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল হাবাশী আল-য়ামানী এ বিষয়ে ১৪ টি গ্রন্থের তালিকা উপস্থাপন করেছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক এর সংখ্যা নিরূপণে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন: ইমাম হাররানী (র.) ৯৯টি নামের কথা বলেছেন। ইমাম কুরতবী

Scanned with CamScanner

(র.) ৩০০ এর অধিক, ইমাম সুয়ূতী ৯১১টি, ইমাম সাখাভী (র.) ৪৫০টি নামের কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান আল-জাযূলী (র.) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'দালাইলুল খায়রাত'-এ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু মুবারক নাম সংকলন করেছেন। আমরা এখানে সেই নাম মুবারকসমূহ-ই সন্নিবেশিত করেছি। নাম মুবারকের সাথে সাথে সালাত ও সালাম সংযোজিত হয়েছে। ফলে তা পাঠের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক নামসমূহের সাথে পরিচয় লাভের পাশাপাশি পীর ও মুরশিদ হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহ.-এর নির্দেশিত প্রতিদিনের ২০০ বার দুরূদ শরীফ পাঠের ওয়াযীফাও আদায় হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

Scanned with CamScanner

أسماء سيدنا ونبينا ومولٰنا محمد صلى الله عليه وسلم
আমাদের নবী সায়্যিদুনা ও মাওলানা মুহাম্মদ ﷺ এর
মুবারক নামসমূহ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهٗ

হে আল্লাহ! সালাত, সালাম ও বরকত প্রেরণ করুন তাঁর প্রতি যার নাম-

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা (আমাদের সরদার), মুহাম্মদ (বহু প্রশংসিত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا أَحْمَدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আহ্‌মাদু (সর্বোচ্চ প্রশংসাকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا حَامِدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা হামিদুন (প্রশংসাকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا مَحْمُوْدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মাহ্মূদুন (প্রশংসিত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا اَحْيَدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আহ্য়াদু (জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا وَحِيْدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ওয়াহীদুন (একক গুণরাজির অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مَاجِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মা-হিন (কুফর নির্মূলকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا حَاشِرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা হা-শিরুন (একত্রকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا عَاقِبٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আ-ক্বিবুন (পরে আগমনকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا طٰهٰ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ত্বাহা (ত্বাহা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا يٰس صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ইয়া-সীন (ইয়াসীন), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا طَاهِرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ত্বা-হিরুন (পবিত্রকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُطَهَّرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুত্বাহ্হারুন (পবিত্র), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا طَيِّبٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ত্বায়্যিবুন (পুতঃ পবিত্র), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا سَيِّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সায়্যিদুন (শ্রেষ্ঠ সরদার), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا رَسُوْلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা রাসূলুন (প্রেরিত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا نَبِيٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা নাবিয়্যুন (অদৃশ্যের বার্তাবাহী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا رَسُوْلُ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা রাসূলুর রাহ্‌মাতি (রহমতের রাসূল), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا قَيِّمٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ক্বায়্যিমুন (পরম কর্তব্যপরায়ণ), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا جَامِعٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা জা-মি'উন (পূর্ণতার অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُقْتَفٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুক্বতাফিন (নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ আগমন-কারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُقَفِّى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুক্বাফ্ফী (সর্বশেষ আগমনকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا رَسُوْلُ الْمَلَاحِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা রাসূলুল মালাহিমি (যুদ্ধক্ষেত্রে আগমনকারী রাসূল), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا رَسُوْلُ الرَّاحَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা রাসূলূর রাহাতি (শান্তিকামী রাসূল), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا كَامِلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা কা-মিলুন (পরিপূর্ণ মানুষ), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا إِكْلِيْلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ইকলীলুন (সৃষ্টিকুলের মাথার মুকুট), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُدَّثِّرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুদ্দাছ্ছিরুন (চাদর আবৃত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُزَّمِّلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুযযাম্মিলুন (বস্ত্রাবৃত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ (আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا حَبِيْبُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা হাবীবুল্লাহ্ (আল্লাহ্ তা'আলার পরম বন্ধু), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَفِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাফিয়্যুল্লাহ (আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا نَجِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা নাজিয়্যুল্লাহ (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুনাজাত-কারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا كَلِيْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা কলীমুল্লাহ্ (আল্লাহ্ পাকের সাথে আলাপকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা খাতামুল আম্বিয়া (সর্বশেষ নবী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا خَاتِمُ الرُّسُلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা খাতিমুর রুসুল (সর্বশেষ রাসূল), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُحْيِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুহ্য়ীন (আল্লাহর হুকুমে জীবনদাতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُنْجٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুনজিন (পরিত্রাণদাতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُذَكِّرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুযাক্কিরুন (উপদেশদাতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا نَاصِرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা না-সিরুন (সাহায্যকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مَنْصُوْرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মানসূরুন (সাহায্যপ্রাপ্ত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা নাবিয়্যুর রাহ্‌মাতি (রহমতের নবী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা নাবিয়্যুত্ তাওবাতি (তওবা কবূলের নবী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা হারীসুন আলাইকুম (যিনি তোমাদের কল্যাণে আগ্রহী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا مَعْلُوْمٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মা'লূমুন (পরিচিত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا شَهِيْرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা শাহীরুন (প্রসিদ্ধ), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا شَاهِدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা শা-হিদুন (সাক্ষ্যদাতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا شَهِيْدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা শাহীদুন (প্রত্যক্ষকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مَشْهُوْدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মাশহূদুন (যাঁর কাছে ফিরিশ্‌তাগণ উপস্থিত হন), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا بَشِيْرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা বাশীরুন (সুসংবাদদাতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُبَشِّرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুবাশ্‌শিরুন (শুভসংবাদ প্রদানকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا نَذِيْرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা নাযীরুন (ভয় প্রদর্শনকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُنْذِرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুন্‌যিরুন (সতর্ককারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا نُوْرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা নূরুন (জ্যোতির্ময়), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا سِرَاجٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সিরা-জুন (দীপ্ত আলো), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مِصْبَاحٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মিস্‌বা-হুন (প্রদীপ), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا هُدًى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা হুদান (সুপথ প্রদর্শনকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مَهْدِيٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মাহ্‌দিয়্যুন (হিদায়াতপ্রাপ্ত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُنِيْرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুনীরুন (আলোর দিশারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا دَاعٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা দা-'ইন (আহবানকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مَدْعُوٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মাদ্'উউন (যিনি আহুত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُـجِيْبٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুজীবুন (জবাব দানকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُـجَابٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুজাবুন (যাঁর দু'আ গৃহীত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا حَفِيٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা হাফিয়্যুন (দয়ালু), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا عَفُوٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আফুউউন (ক্ষমাশীল), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا وَلِيٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ওয়ালিয়্যুন (আল্লাহ্ তা'আলার বন্ধু), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا حَقٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা হাক্কুন (পরম সত্য), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا قَوِيٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ক্বাওয়্যিুন (অধিক শক্তিশালী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا أَمِيْنٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আমীনুন (বিশ্বস্ত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا مَأْمُوْنٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মা'মূনুন (নিরাপদ), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا كَرِيْمٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা কারীমুন (দানশীল), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُكَرَّمٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুকার্‌রামুন (অধিক সম্মানিত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مَكِيْنٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মাকীনুন (মর্যাদার অধিকারী, প্রতাপশালী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مَتِيْنٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মাতীনুন (অটল, সুদৃঢ়), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا مُبِيْنٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুবীনুন (সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُؤَمِّلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুআম্মিলুন (আশান্বিত), তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا وَصُوْلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ওয়াসূলুন (আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا ذُوْ قُوَّةٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা যূ-কুওয়াতিন (ক্ষমতার অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا ذُوْ حُرْمَةٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা যূ-হুরমাতিন (বিপুল মর্যাদার অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا ذُوْ مَكَانَةٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা যূ-মাকানাতিন (মর্যাদাসম্পন্ন), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا ذُوْ عِزٍّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা যূ-'ইয্যিন (সম্মানের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا ذُوْ فَضْلٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা যূ-ফাদ্বলিন (মর্যাদাবান), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُطَاعٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুত্বা-উন (অনুসরণীয়), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُطِيْعٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুত্বীউন (অনুগত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا قَدَمُ صِدْقٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ক্বাদামু সিদ্‌ক্বিন (সৎকর্মে অগ্রগামী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا رَحْمَةٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা রাহমাতুন (আল্লাহর করুণা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا بُشْرٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা বুশরা (সুসংবাদ), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا غَوْثٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা গাউছুন (আহ্বান শ্রবণকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا غَيْثٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা গাইছুন (ত্রাণকর্তা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا غِيَاثٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা গিয়াছুন (ব্যাপক উপকার সাধনকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا نِعْمَةُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা নি'মাতুল্লাহ (আল্লাহর নি'আমত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا هَدِيَّةُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা হাদিয়্যাতুল্লাহ্ (আল্লাহর উপহার), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا عُرْوَةٌ وُّثْقٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা উরওয়াতুন উস্কা (সুদৃঢ় রজ্জু), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صِرَاطُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সিরাতুল্লাহ (আল্লাহর পথ), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সিরাতুম মুসতাকীম (সঠিকপথ), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا ذِكْرُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা যিক্‌রুল্লাহ্ (আল্লাহর স্মারক), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا سَيْفُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাইফুল্লাহ্ (আল্লাহর তরবারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا حِزْبُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা হিযবুল্লাহ্ (আল্লাহর সেনাপতি), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আন্ নাজমুস সাক্বিব (উজ্জ্বল নক্ষত্র), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا مُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুস্তাফা (মনোনীত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُجْتَبٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুজতাবা (নির্বাচিত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُنْتَقٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুনতাক্বা (পবিত্রকৃত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا أُمِّيٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা উম্মিয়্যুন (সবকিছুর মূল উৎস), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُخْتَارٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুখতারুন (বাছাইকৃত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا أَجِيْرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আজীরুন (প্রতিদানপ্রাপ্ত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا جَبَّارٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা জাব্বারুন (প্রবল আকর্ষণকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আবুত্ তাহির (তাহিরের পিতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا اَبُوْ الطَّيِّبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আবুত্ ত্বায়্যিব (ত্বায়্যিবের পিতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا اَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আবূ ইব্‌রাহীম (ইব্‌রাহীমের পিতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُشَفَّعٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুশাফ্‌ফা'উন (যাঁর সুপারিশ গৃহীত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا شَفِيْعٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা শাফীউন (সুপারিশকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَالِحٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সা-লিহুন (পুণ্যবান), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُصْلِحٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুসলিহুন (সংশোধনকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا مُهَيْمِنٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুহাইমিনুন (রক্ষণাবেক্ষণকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَادِقٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সা-দিকুন (সত্যবাদী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُصَدَّقٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুসাদ্দাকুন (সত্যায়নকৃত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صِدْقٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সিদ্‌কুন (চিরসত্য), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাইয়্যিদুল মুরসালীন (রাসূলগণের সরদার), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا إِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ইমামুল মুত্তাক্বীন (মুত্তাক্বীগণের ইমাম), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ক্বা-য়িদুল গুর্‌রিল মুহাজ্জালীন (উজ্জ্বল ললাটধারীদের সরদার), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা খালীলুর রাহ্‌মান (আল্লাহ্ তা'আলার বন্ধু), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا بَرٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা বার্‌রুন (সদাচারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مَبَرٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মাবার্‌রুন (পুণ্যবান), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا وَجِيْهٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ওয়াজীহুন (সুদর্শন), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا نَصِيْحٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা নাসীহুন (নসীহতকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا نَاصِحٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা না-সিহুন (উপদেশদাতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا وَكِيْلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ওয়াকীলুন (কার্যসম্পাদনকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُتَوَكِّلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুতাওয়াক্কিলুন (আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসাকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا كَفِيْلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা কাফীলুন (উম্মতের দায়িত্ব গ্রহণকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا شَفِيْقٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা শাফীকুন (মেহেরবান), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُقِيْمُ السُّنَّةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুক্বীমুস্‌সুন্নাতি (দীনের আহ্‌কাম প্রতিষ্ঠাকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُقَدَّسٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুক্বাদ্দাসুন (পবিত্র), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا رُوْحُ الْقُدُسِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা রুহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا رُوْحُ الْحَـقِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা রুহুল হাক্কি (সত্যের প্রাণ), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا رُوْحُ الْقِسْطِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা রুহুল ক্বিস্‌তি (ন্যায়বিচারের আত্মা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا كَـافٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা কা-ফিন (পূর্ণতা বিধানকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُكْتَفٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুক্‌তাফিন (প্রতিরোধকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا بَالِغٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা বা-লিগুন (উচ্চ আসনে সমাসীন), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا مُبَلِّغٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুবাল্লিগুন (দ্বীন প্রচারকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا شَافٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা শা-ফিন (আরোগ্যদাতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا وَاصِلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ওয়াসিলুন (আল্লাহ্‌র সাথে সংযোগ স্থাপনকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مَوْصُوْلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মাওসূলুন (আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনকৃত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا سَابِقٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সা-বিকুন (সৃষ্টির আদি), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا سَابِقٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সা-ইকুন (মুত্তাকীগণের পরিচালনাকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا هَادٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা হা-দিন (পথ প্রদর্শক), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُهْدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুহ্‌দিন (সুপথ প্রদর্শনকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُقَدَّمٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুক্বাদ্দামুন (যিনি অগ্রগণ্য), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا عَزِيْزٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা 'আযীযুন (অধিক ক্ষমতাবান), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا فَاضِلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ফা-দ্বিলুন (সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُفَضَّلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুফাদ্দ্বালুন (শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا فَاتِحٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ফাতিহুন (বিজয়ী/রুদ্ধদ্বার উন্মোচনকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مِفْتَاحٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মিফ্‌তাহুন (খোদায়ী তত্ত্বের চাবি), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মিফ্‌তাহুর রাহমাতি (রহমতের চাবি), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মিফ্‌তাহুল জান্নাতি (বেহেশ্‌তের চাবি), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا عَلَمُ الْإِيْمَانِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা 'আলামুল ঈমান (ঈমানের নিশান), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا عَلَمُ الْيَقِيْنِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা 'আলামুল ইয়াক্বীন (বিশ্বাসের নিদর্শন), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا دَلِيْلُ الْخَيْرَاتِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা দালীলুল খাইরাত (সৎকার্যাবলীর দলীল), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُصَحِّحُ الْحَسَنَاتِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুসাহ্‌হিহুল হাসানাত (উৎকৃষ্ট কার্যসমূহের প্রতিষ্ঠাতা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا مُقِيْلُ الْعَثَرَاتِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুক্বীলুল আছারাতি (অন্যের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষাকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَفُوْحٌ عَنِ الزَّلَّاتِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাফূহুন আনিয্ যাল্লাতি (পদস্খলনমুক্ত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুশ্ শাফাআতি (শাফাআতের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمَقَامِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল মাক্বাম (মাক্বামে মাহ্মূদের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْقَدَمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সা-হিবুল ক্বাদামি (অগ্রগণ্য সরদার), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا مَخْصُوْصٌ بِالْعِزِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মাখ্সূসুম বিল 'ইয্যি (শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مَخْصُوْصٌ بِالْمَجْدِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মাখ্সূসুম বিল মাজ্দি (সর্বোচ্চ সম্মানে বিভূষিত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مَخْصُوْصٌ بِالشَّرَفِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মাখ্সূসুম বিশ শারাফি (বিশেষ মর্যাদায় বিভূষিত), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْوَسِيْلَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল ওয়াসীলাতি (ওসীলার অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ السَّيْفِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুস্ সাইফি (তরবারীর অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْفَضِيْلَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল ফাদ্বীলাতি (ফযীলতের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْإِزَارِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল ইযারি (পোশাকের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْحُجَّةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল হুজ্জাতি (সুদৃঢ় প্রমাণের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ السُّلْطَانِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুস্ সুলত্বানি (বিশেষ শক্তির অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الرِّدَاءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুর্ রিদা-ই (চাদর-এর অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুদ্ দারাজাতির্ রাফী'আতি (উন্নত পদমর্যাদার অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ التَّاجِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুত্ তাজ (মুকুটের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمِغْفَرِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল মিগফার (অস্ত্রের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ اللِّوَاءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল লিওয়ায়ি (পতাকার অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمِعْرَاجِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল মি'রাজ (ঊর্ধ্বাকাশে গমণকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْقَضِيْبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল ক্বাদ্বীব (মুবারক লাঠির অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبُرَاقِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল বুরাক্ব (বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন বাহনের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْخَاتَمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল খাতাম (মোহরে নবুওয়াতের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْعَلَامَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল 'আলামাত (নবুওয়াতের নিদর্শনের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبُرْهَانِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল বুরহান (অকাট্য দলীলের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبَيَانِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল বায়ান (স্পষ্ট বাক্যের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا فَصِيْحُ اللِّسَانِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ফাসীহুল লিসান (প্রাঞ্জল ভাষার অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا مُطَهَّرُ الْـجَنَانِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা মুতাহ্হারুল জানানি (পবিত্র আত্মা), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা রাউফুর রাহীম (দয়ালু ও অনুগ্রহশীল), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا أُذُنُ خَيْرٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা উযুনু খাইরিন (সুবাক্য শ্রবণকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا صَحِيْحُ الْإِسْلَامِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহীহুল ইসলাম (সত্য ইসলাম ধর্ম প্রচারক), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাইয়্যিদুল কাওনাইন (দু'জাহানের সরদার), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا عَيْنُ النَّعِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আইনুন্ না'ঈম (নি'আমতের খনি), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا عَيْنُ الْغُرِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা আইনুল গুর্‌রি (সম্মানিত কওমের সরদার), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا سَعْدُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সা'দুল্লাহ্ (আল্লাহ্ প্রদত্ত সৌভাগ্যের অধিকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا سَعْدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সা'দুল খাল্‌ক্বি (সৃষ্টিজগতের সৌভাগ্যের বাহক), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا خَطِيْبُ الْأُمَمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা খাতীবুল উমাম (উম্মতের উপদেশদানকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا عَلَمُ الْهُدٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা 'আলামুল হুদা (হিদায়াতের নিদর্শন), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا كَاشِفُ الْكُرَبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা কাশিফুল কুরাব (যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ মোচনকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا رَافِعُ الرُّتَبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা রাফি'উর রুতাব (পদ-মর্যাদা উন্নীতকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

Scanned with CamScanner

سَيِّدُنَا عِزُّ الْعَرَبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা ইযযুল আরাব (আরব জাতির মর্যাদার প্রতীক), আল্লাহ তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْفَرَجِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ

সায়্যিদুনা সাহিবুল ফারাজি (সমস্যা নিরসনকারী), আল্লাহ তাঁর প্রতি ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

الدعاء

اَللّٰهُمَّ يَارَبِّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى وَرَسُوْلِكَ الْمُرْتَضٰى طَهِّرْ قُلُوْبَنَا مِنْ كُلِّ وَصْفٍ يُّبَاعِدُنَا عَنْ مُّشَاهَدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ. وَاَمِتْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوْقِ اِلٰى لِقَائِكَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

Scanned with CamScanner

তেত্রিশ আয়াতের ফদ্বীলত

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তদীয় পিতা হযরত শাহ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তেত্রিশ আয়াত যাদুর প্রভাব বিনষ্ট করে, চোর, শয়তান ও হিংস্র জন্তুর আক্রমন থেকে নিরাপদ রাখে। হযরত শাহ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তেত্রিশ আয়াতের সাথে সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরুন, সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন।

(আনওয়ারুস সালিকীন, হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.), পৃষ্ঠা ১০৫, ১০৯)

Scanned with CamScanner

তেত্রিশ আয়াত

[সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরুন, সূরা এখলাস,
সূরা ফালাক ও সূরা নাসসহ]

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿0﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿0﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿0﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿0﴾ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿0﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿0﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴿0﴾ آمين.

الٓمّٓ ﴿0﴾ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ﴿0﴾ فِيْهِ ﴿0﴾ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿0﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿0﴾

Scanned with CamScanner

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿0﴾ أُولٰـئِكَ عَلٰى
هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولٰـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴿0﴾
اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴿0﴾ الْحَيُّ الْقَـيُّوْمُ ﴿0﴾ لَا
تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ﴿0﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ﴿0﴾
يَعْلَمُ مَا بَيْـنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيْطُوْنَ
بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴿0﴾ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ﴿0﴾ وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿0﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿0﴾ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللّٰـهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى﴿0﴾

Scanned with CamScanner

لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿0﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ﴿0﴾ ؕ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ
مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ ﴿0﴾ أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ
ؕ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿0﴾
لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿0﴾ ؕ وَإِنْ
تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ
اللّٰهُ ؕ ﴿0﴾ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَّشَاءُ ﴿0﴾ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿0﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ
بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ﴿0﴾
كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ﴿0﴾ لَا
نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ﴿0﴾ وَقَالُوْا سَمِعْنَا

Scanned with CamScanner

وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿0﴾ لَا
يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿0﴾ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ ﴿0﴾ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿0﴾ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِنَا ﴿0﴾ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ
﴿0﴾ وَاعْفُ عَنَّا ﴿0﴾ وَاغْفِرْ لَنَا ﴿0﴾ وَارْحَمْنَا
﴿0﴾ أَنتَ مَوْلٰنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿0﴾

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ﴿0﴾ يُغْشِى
اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

Scanned with CamScanner

وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهٖ ط أَلَا لَهُ الْخَلْقُ
وَالْأَمْرُ ق تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿0﴾
اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ﴿0﴾ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِيْنَ ﴿0﴾ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿0﴾ إِنَّ رَحْمَتَ
اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿0﴾
قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط ﴿0﴾ أَيًّامَّا
تَدْعُوْا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ﴿0﴾ وَلَا تَجْهَرْ
بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ
سَبِيْلًا ﴿0﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ط وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿0﴾

Scanned with CamScanner

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿0﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿0﴾
فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿0﴾ إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿0﴾ رَّبُّ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ
الْمَشَارِقِ ﴿0﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ
الْكَوَاكِبِ ﴿0﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ
﴿0﴾ لَّا يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ
كُلِّ جَانِبٍ ﴿0﴾ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ
﴿0﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهٗ شِهَابٌ
ثَاقِبٌ ﴿0﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ
خَلَقْنَا ﴿0﴾ إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿0﴾
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوْا
مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوْا ﴿0﴾ لَا

Scanned with CamScanner

تَنفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿0﴾ فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ﴿0﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ
وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿0﴾
لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا
مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ﴿0﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ
نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ﴿0﴾ هُوَ اللّٰهُ
الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ﴿0﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴿0﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا
هُوَ﴿0﴾ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴿0﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ﴿0﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى﴿0﴾ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ

Scanned with CamScanner

وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿0﴾
قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا
سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ﴿0﴾ يَّهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا
بِهٖ ۖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿0﴾ وَأَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ
رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ﴿0﴾ وَأَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ
سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ﴿0﴾
قُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿0﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿0﴾
وَلَا أَنتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ ﴿0﴾ وَلَا أَنَا
عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿0﴾ وَلَا أَنتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا
أَعْبُدُ ﴿0﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿0﴾
قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴿0﴾ اللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿0﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُوْلَدْ ﴿0﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿0﴾
قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿0﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿0﴾

Scanned with CamScanner

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴿0﴾ وَمِنْ شَرِّ الـنَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿0﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴿0﴾

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الـنَّاسِ ﴿0﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿0﴾ إِلٰـهِ الـنَّاسِ﴿0﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْـخَـنَّاسِ﴿0﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِى صُدُوْرِ الـنَّاسِ ﴿0﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالـنَّاسِ﴿0﴾

Scanned with CamScanner

আল কুরআনুল কারীম থেকে কিছু দু'আ

পাঠকবৃন্দের জন্য পবিত্র কুরআনের কয়েকটি দু'আ এখানে সংকলন করা হলো। দু'আসমূহ বিভিন্ন সূরা ও আয়াত থেকে সংকলন করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দের বিবেচনায় আয়াতের সূত্র উল্লেখ করা হয়নি। তবে প্রত্যেক দু'আকে বিরতি চিহ্ন দ্বারা পৃথক করা হয়েছে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ، إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴿0﴾ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ

Scanned with CamScanner

الْعَلِيْمُ ﴿0﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿0﴾ رَبَّنَا اٰتِنَا
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ
الـنَّارِ ﴿0﴾ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَّثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿0﴾
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴿0﴾ رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْـتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِـنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْـنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ
﴿0﴾ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلٰنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ﴿0﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا
اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَـنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ الـنَّارِ ﴿0﴾

Scanned with CamScanner

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ
مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴿0﴾ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ﴿0﴾ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ﴿0﴾ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ﴿0﴾
رَبَّنَا اغْفِرْ لَـنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿0﴾
حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿0﴾ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هٰذَا بَاطِلاً، سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ الـنَّارِ، رَبَّنَا
إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ الـنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴿0﴾ وَمَا
لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ، رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا

Scanned with CamScanner

يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ﴿0﴾
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا
مَعَ الأَبْرَارِ، رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا
تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ﴿0﴾ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ
﴿0﴾ وَاجْعَلْ لَـنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا
مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْـرًا ﴿0﴾ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشّٰهِدِيْنَ ﴿0﴾ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ
تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿0﴾ إِنِّيْ
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
حَنِيْفاً وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿0﴾ رَبَّنَا ظَلَمْنَا
أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ ﴿0﴾ اَلْـحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا

Scanned with CamScanner

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ﴿0﴾ رَبَّنَا
لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ﴿0﴾ رَبَّنَا أَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ﴿0﴾ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا
إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
﴿0﴾ رَبِّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ
بِهٖ عِلْمٌ وَّإِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ أَكُنْ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ ﴿0﴾ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللّٰهِ﴿0﴾
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ﴿0﴾ إِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّيْ
وَحُزْنِيْ إِلَى اللّٰهِ ﴿0﴾ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
أَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ﴿0﴾ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا
وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ﴿0﴾ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا
الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿0﴾

Scanned with CamScanner

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْئٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿0﴾ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿0﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿0﴾ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا﴿0﴾ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَصِيْرًا ﴿0﴾ رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴿0﴾ فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿0﴾ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِّسَانِيْ، يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ، وَاجْعَلْ لِيْ وَزِيْرًا مِنْ أَهْلِيْ ﴿0﴾

Scanned with CamScanner

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿0﴾ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿0﴾ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا
وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ﴿0﴾ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ
وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿0﴾
رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿0﴾ رَبِّ
أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيَاطِيْنِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ
أَنْ يَّحْضُرُوْنَ ﴿0﴾ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿0﴾ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿0﴾ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا
عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ، إِنَّهَا
سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿0﴾ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ

Scanned with CamScanner

إِمَامًا ﴿0﴾ رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَأَلْحِقْنِيْ
بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿0﴾ وَاجْعَلْ لِيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي
الْاٰخِرِيْنَ ، وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ﴿0﴾
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيْ
بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿0﴾ رَبِّ إِنِّيْ
ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ ﴿0﴾ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿0﴾
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا
لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿0﴾ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ
الصّٰلِحِيْنَ﴿0﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
يَصِفُوْنَ ، وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

Scanned with CamScanner

الْعَالَمِيْنَ ﴿0﴾ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ
فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿0﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ
وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إِلٰهَ إِلَّا
هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿0﴾ وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰهِ
إِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴿0﴾ سُبْحَانَ الَّذِيْ
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ﴿0﴾ سُبْحَانَ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ
﴿0﴾ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ
وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ ﴿0﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ

Scanned with CamScanner

سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ﴿0﴾ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوبِنَا غِلًّا
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿0﴾ رَبَّنَا
عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿0﴾
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا
رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴿0﴾ رَبَّنَا أَتْمِمْ
لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿0﴾
رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ ﴿0﴾ رَبِّ اغْفِرْ
لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ﴿0﴾ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا .

...

Scanned with CamScanner

খতমে খাজেগান

তরীকতের বুযুর্গানের মকবূল আমলসমূহের মধ্যে 'খতমে খাজেগান' একটি বিশেষ আমল। মানসিক প্রশান্তি অর্জন এবং বালা-মুসীবত থেকে মাহফূয থাকার নিয়তে এ খতম পাঠের উপকারিতা অপরিসীম। তরীকতের রিয়াযত-মেহনতকারীদের উচিত হলো, সম্ভব হলে এ খতম প্রতিদিন একবার করে পাঠ করা। অন্ততপক্ষে সপ্তাহে একবার খতমে খাজেগান পড়ার আমল করা জরুরী।

খতমে খাজেগান পড়ার নিয়ম

এই খতম পড়ার তরীকা হল- প্রথমে ৭ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে নিম্নের দুরূদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করা।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى بِأَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ.

এরপর সূরা ইনশিরাহ (আলাম্ নাশ্‌রাহ লাকা) ৭৯ বার, সূরা ইখলাছ ১০০১ বার, সূরা ফাতিহা ৭ বার, পূর্বোক্ত দুরূদ শরীফ আবার ১০০ বার এবং নিম্নলিখিত দু'আ প্রতিটি ১০০ বার করে পাঠ করা।

Scanned with CamScanner

اَللّٰهُمَّ يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ

[আল্লাহুম্মা ইয়া ক্বাদ্বিয়াল হা-জা-ত্ ।]

অর্থ : হে আল্লাহ্! হে যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণকারী।

اَللّٰهُمَّ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ

[আল্লাহুম্মা ইয়া দা-ফিআল বালিয়্যাত ।]

অর্থ : হে আল্লাহ্! হে বিপদসমূহ প্রতিরোধকারী।

اَللّٰهُمَّ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ

[আল্লাহুম্মা ইয়া রা-ফিআদ দারাজা-ত ।]

অর্থ : হে আল্লাহ! হে মর্যাদাসমূহ উন্নয়নকারী।

اَللّٰهُمَّ يَا كَافِىَ الْمُهِمَّاتِ

[আল্লাহুম্মা ইয়া কাফিয়াল মুহিম্মা-ত ।]

অর্থ : হে আল্লাহ! হে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনকারী।

اَللّٰهُمَّ يَا مُفَتِّحَ الْاَبْوَابِ

[আল্লাহুম্মা ইয়া মুফাত্তিহাল আবওয়াব ।]

অর্থ : হে আল্লাহ! হে (রহমতের) দরজাসমূহ উন্মুক্তকারী।

اَللّٰهُمَّ يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ

[আল্লাহুম্মা ইয়া মুছাব্বিবাল আছবা-ব ।]

Scanned with CamScanner

অর্থ : হে আল্লাহ! হে সকল উপকরণের ব্যবস্থাপক।

اَللّٰهُمَّ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ

[আল্লাহুম্মা ইয়া গিয়াছাল মুছতাগিছীন।]

অর্থ : হে আল্লাহ! হে আর্তনাদকারীদের আর্তনাদ শ্রবণকারী।

اَللّٰهُمَّ يَا ذَا الْـجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

[আল্লাহুম্মা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।]

অর্থ : হে আল্লাহ! হে মহত্ব ও দয়ার অধিপতি।

اَللّٰهُمَّ يَا شَافِيَ الْاَمْرَاضِ

[আল্লাহুম্মা ইয়া শা-ফিয়াল আমরা-দ্ব।]

অর্থ : হে আল্লাহ! হে রোগসমূহের আরোগ্যদানকারী।

اَللّٰهُمَّ يَا مُجِـيْبَ الدَّعْوَاتِ

[আল্লাহুম্মা ইয়া মুজীবাদ্ দা'ওয়া-ত।]

অর্থ : হে আল্লাহ! হে প্রার্থনাসমূহ কবূলকারী।

اَللّٰهُمَّ يَا حَلَّالَ الْمُشْكِلَاتِ

[আল্লাহুম্মা ইয়া হাল্লালাল মুশকিলা-ত।]

অর্থ : হে আল্লাহ! হে বিপদসমূহ থেকে মুক্তিদানকারী।

اَللّٰهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

Scanned with CamScanner

[আল্লাহুম্মা ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যূম ।]

অর্থ : হে আল্লাহ! হে চিরঞ্জিব, হে সবকিছুর ধারক।

اَللّٰهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

[আল্লাহুম্মা ইয়া আরহামার রা-হিমীন ।]

অর্থ : হে আল্লাহ! হে দয়ালুদের বড় দয়ালু।

اَللّٰهُمَّ يَا سَلَامُ

[আল্লাহুম্মা ইয়া সালা-মু ।]

অর্থ : হে আল্লাহ! হে শান্তিদাতা।

اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنُ

[আল্লাহুম্মা আ-মীন ।]

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি কবূল করুন।

[সূত্রঃ নেক আমল, হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)]

Scanned with CamScanner

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. **কুরআন মাজীদ**

২. **সহীহুল বুখারী,** মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল-বুখারী (র.);

৩. **সহীহ মুসলিম,** আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.);

৪. **আস্-সুনান,** আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস্ সিজিস্তানী (র.);

৫. **আস্-সুনান,** আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত্ তিরমিযী (র.);

৬. **আস্-সুনান,** ইমাম নাসাঈ (র.);

৭. **আল-আযকার-মিন কালামি সায়্যিদিল আবরার,** মুহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন জা'ফর আন-নববী (রা.);

৮. **মিশকাতুল মাসাবীহ,** শায়খ ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র.);

৯. **আ'মালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ,** ইবনুস সুন্নী (র.);

Scanned with CamScanner

১০. **আল-কাওলুল বাদী' লিস সালাতি আলা হাবীবিশ শাফী'**, শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান আস-সাখাওয়ী (র.);

১১. **হিসনুন হাসীন,** আল্লামা মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল জযরী আশ্-শাফিঈ (র.);

১২. **দালাইলুল খায়রাত,** আল্লামা ইমাম মুহাম্মদ ইবন সুলাইমান আল জাযূলি (র.);

১৩. **আনওয়ারুস সালিকীন,** হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.), অনুবাদ : হযরত আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী;

১৪. **নেক আমল,** হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)।

১৫. **ওযীফা,** শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান।

১৬. **সত্য স্বপ্ন,** মুফতী মাওলানা গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী।

.....

Scanned with CamScanner

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

- আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) স্মারক
- ক্ষণজন্মা মনিষী : আহমদ হাসান চৌধুরী
- আসমাউন নবী (সা.) : আহমদ হাসান চৌধুরী
- ওযীফায়ে লতিফিয়া-১ : আহমদ হাসান চৌধুরী
- মুনাজাতে ইয়াকূবী : হযরত শাহ ইয়াকূব বদরপুরী (র.)
- হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) : সংক্ষিপ্ত জীবনী
- মহানবী (সা.) এর ১০১ অনুপম বৈশিষ্ট্য : আহমদ হাসান চৌধুরী
- আদ দুররুস সামীন : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)
- আল-আসমাউল হুসনা ও আসমাউন নবী (নাম কাব্য) : আবদুল মুকীত চৌধুরী

লতিফিয়া ফাউন্ডেশন
LATIFIA FOUNDATION

লতিফিয়া ফাউন্ডেশন, ঢাকা

Scanned with CamScanner